NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে দক্ষিণে, দুর্যোগ উত্তরেও

শিক্ষক দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট ঘিরে ক্ষোভ ৩

কলকাতা ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২০ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৮৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.09.2025, Vol.19, Issue No. 88, 8 Pages, Price 3.00

অগ্নিমিত্রার মৃদু ব্রেন স্ট্রোক, ভর্তি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি বিধায়ক ও মহিলা মোর্চার নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল শুক্রবার সকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাথা ঘোরা ও শরীরে অসাড়তা অনুভব করায় তাঁকে ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রাথমিক সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে তিনি মৃদু ব্রেন স্ট্রোকের শিকার হয়েছেন। বর্তমানে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি এবং অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন আগামী ২৪ ঘণ্টা তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্য রাজনীতিতে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। বিজেপির একাধিক নেতা হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। দলীয় সূত্রে খবর, শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। রেল মন্ত্রকের তরফেও দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বার্তা পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, গত মাসের শেষ দিকেও শ্বাসকষ্ট ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অগ্নিমিত্রা পলকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। চিকিৎসার পর তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। এদিনের হঠাৎ অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা থাকলেও হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, ওষুধের সঠিক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে এবং আশঙ্কার কিছু নেই।

খতম মাওবাদী

■ শুক্রবার গুলির শব্দে ফের কেঁপে উঠল ছত্তিশগড়ের তথাকথিত 'রেড করিডোর'। অবুঝমাড়ের গভীর জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে পাঁচ মাওবাদী। শুক্রবারের ভোরে শুরু হয় গুলির লড়াই। দান্তেওয়াড়া এবং নারায়ণপুর থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) একটি যৌথদল পূর্ব বস্তার ডিভিশনে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই সময় মাওবাদীরা অতর্কিতে আক্রমণ চালায় বাহিনীর উপর।

শূন্যপদের তালিকা

■ শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দু'দিন আগে শূন্যপদ সংক্রান্ত তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। শুক্রবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে মোট শূন্যপদ ৩৫ হাজার ৭২৬। আগামী ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা। ৭ সেপ্টেম্বর নবম- দশমের পরীক্ষা এবং ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশ পরীক্ষা। অংশ নিতে চলেছেন ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার।

চাপা পড়ে মৃত্যু

■ টানা বৃষ্টিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি! দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল মা ও দুই মেয়ের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক জয়দেব হালদার। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মাঝরাতে আচমকা দুর্ঘটনা। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ি। প্রতিবেশীরা খবর দেন থানায়। পুলিশ ও স্থানীয়দের তৎপরতায় ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধার করা হয় তিনজনকে।

'মানব বোমায় ধামাকা'র হুমকি, মুম্বইজুড়ে হাই অ্যালার্ট

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর: মুম্বই জুড়ে হবে 'ধামাকা'! ৩৪টি 'মানব বোমা'য় কেঁপে উঠবে বাণিজ্যনগরী। এমন বার্তা পেয়ে নড়েচড়ে বসল মুম্বই পুলিশ। শহর জুড়ে 'হাই অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। শনিবার অনন্ত চতুর্দশী। মুম্বইয়ে ধুমধাম করে এই দিনটি পালিত হয়। উৎসবের ঠিক আগেই এমন হুমকি ঘিরে স্বভাবতই আতঙ্ক ছড়িয়েছে মুম্বইয়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে। নানা এলাকায় চলছে তল্লাশি। নিরাপত্তাও বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের ট্রাফিক পুলিশের হেল্পলাইনে বোমার রাখার হুমকি আসে। সেখানে সাফ জানানো হয়, গোটা মুম্বইজুড়ে অন্তত ৩৪টি গাড়ির মধ্যে ৩৪টি মানববোমা মোতায়েন করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৪০০ কেজি আরডিএক্স রয়েছে ওই বোমায়। একসঙ্গে সব বোমা ফেটে ছারখার হয়ে যাবে গোটা শহর। অন্তত এক কোটি মানুষের মৃত্যু হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লস্কর-ই-জিহাদি নামে এক সংগঠনের তরফ থেকে এই হুমকি দেওয়া হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মুম্বইয়ের ট্র্যাফিক পুলিশের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, 'লস্কর-ই-জিহাদি' নামে এক সংগঠনের পরিচয় দিয়ে হুমকি ফোন করা হয়। দাবি, ৩৪টি মানব বোমা বহনকারী গাড়ি মুম্বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। তাতে মোট ৪০০ কেজি আরডিএক্স রয়েছে। তার বিস্ফোরণে কাঁপবে মুম্বই। শুধু তা-ই নয়, ১৪ জন জঙ্গি পাকিস্তান থেকে মুম্বইয়ে প্রবেশ করেছে বলেও ফোনে দাবি করা হয়। এই হুমকিবার্তা পাওয়ার পরই পুলিশ তৎপরতা বাড়িয়েছে। দিকে দিকে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। তবে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত কোথাও সন্দেহজনক কিছু মেলেনি।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ভুয়ো হুমকি বার্তা দেওয়া হয়েছে। তবে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ মুম্বই পুলিশ। বম্ব স্কোয়াড এবং বিশেষ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন স্পর্শকাতর জায়গায় খোঁজ চালানো হচ্ছে বলে খবর। গণেশ বিসর্জন চলছে মুইয়ে। উৎসবের আবহে বড় হামলার ছকের পরিকল্পনা করছে কি জঙ্গিরা উঠছে প্রশ্ন। শুধু তা-ই নয়, ২৬/১১ মুম্বই হামলার কথাও মাথায় রাখছে পুলিশ।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি ইমেল, ফোন নতুন নয়। এর আগেও বেশ কয়েক বার এমন হুমকি ইমেল পাঠানো হয় দিল্লি, মুম্বই, জয়পুরের বিভিন্ন স্কুলে। গত বছরের মে মাসে প্রায় ৩০০টি স্কুল বোমা-হুমকির ইমেল পেয়েছিল। সম্প্রতি, জুলাই মাসে রাজধানীতে টানা তিন দিন ধরে আটটি বোমা হামলার হুমকির খবর মিলেছিল। দিন কয়েক আগেই দিল্লির ৫০টির বেশি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি-ইমেল পাঠানো হয়েছে। তবে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ সব ভুয়ো হুমকি বলে জানা যায়।

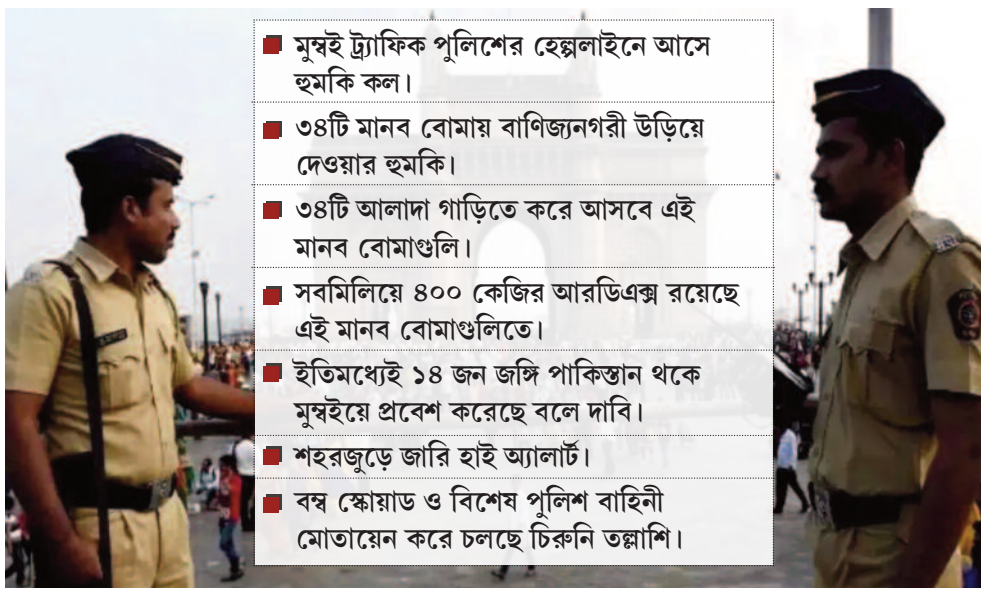

- মুম্বই ট্র্যাফিক পুলিশের হেল্পলাইনে আসে হুমকি কল।
- ৩৪টি মানব বোমায় বাণিজ্যনগরী উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি।
- ৩৪টি আলাদা গাড়িতে করে আসবে এই মানব বোমাগুলি।
- সবমিলিয়ে ৪০০ কেজির আরডিএক্স রয়েছে এই মানব বোমাগুলিতে।
- ইতিমধ্যেই ১৪ জন জঙ্গি পাকিস্তান থকে মুম্বইয়ে প্রবেশ করেছে বলে দাবি।
- শহরজুড়ে জারি হাই অ্যালার্ট।
- বম্ব স্কোয়াড ও বিশেষ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে চলছে চিরুনি তল্লাশি।

'যারা বলত গব্বর সিং ট্যাক্স, তারাই এখন কৃতিত্ব চাইছে'

কংগ্রেসকে নিশানা নির্মলার

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর: যারা একসময় জিএসটিকে গব্বর সিং ট্যাক্স বলত, তারাই এখন এর কৃতিত্ব চাইছে। নয়া জিএসটি কাঠামো ঘোষণার পরই কংগ্রেসকে নিশানা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের।

নির্মলার দাবি, কংগ্রেস নতুন এই জিএসটির কৃতিত্ব নিতে চাইছে। অর্থমন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'যারা একসময় জিএসটি নিয়ে রসিকতা করেছিল। গব্বর সিং ট্যাক্স বলেছিল, তাঁরাই এখন এর কৃতিত্ব চাইছে। কংগ্রেস বলুক, কেন ওদের আমলে জিএসটি কার্যকর হয়নি।' ইন্দিরার জমানাকে নিশানা করে নির্মলার কটাক্ষ, 'একটা সময় ছিল যখন দেশবাসীকে ৯১ শতাংশ কর দিতে হত। ১০০ টাকা রোজগার করলে ৯১ টাকা চলে যেত করের জন্য। তারাই এখন জিএসটির কৃতিত্ব দাবি করছে।'

প্রাথমিকভাবে জিএসটি চালু হওয়ার পর ওই করকাঠামোর প্রবল বিরোধিতা করে কংগ্রেস। কংগ্রেস শিবিরের দাবি ছিল, কংগ্রেস জিএসটির পক্ষে কিন্তু সেই জিএসটি অনেক সরল। বিজেপি যে জিএসটি চালু করেছে সেটা জটিল। এক দেশ-এক কর ধারণার পরিপন্থী। রাহুল গান্ধি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে বলা শুরু করেন, মোদীর জিএসটি আসলে 'গব্বর সিং ট্যাক্স'। তিনি দাবি করেন, গোটা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যঙ্গ করে বলেন, 'কংগ্রেস জিএসটি মানে ছিল জেনুইন সিম্পল ট্যাক্স, আর মোদীজির জিএসটি মানে গব্বর সিং ট্যাক্স।'

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, প্রথম সেই করকাঠামো চালুর ৮ বছর পর সেটার সরলীকরণ করে বুধবার নেক্সট জেনারেশন জিএসটি চালু করেছে মোদী সরকার। এবারে যে জিএসটি কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে অবশ্য বিরোধী শিবির সন্তুষ্ট। কংগ্রেসের দাবি, রাহুল গান্ধি লাগাতার আক্রমণ শানিয়ে আসছেন বলেই বাধ্য হয়ে ৮ বছর পর জিএসটি প্রক্রিয়ার সরলীকরণ করেছে সরকার। পি চিদম্বরমের মতো কংগ্রেস নেতারা বলছেন, '৮ বছর বাদে সরকারের ঘুম ভেঙেছে। আমরা এতদিন এই দাবি জানিয়ে আসছিলাম। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি।'

এদিন এক সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রী বলেন, জিএসটি ১.০ ছিল অভিন্নতার প্রতীক। জিএসটি ২.০ জোর দিয়েছে সরল ব্যবস্থায়। জিএসটি ৩.০ নজর দেবে আরও স্বচ্ছতায়। জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

নয়া কাঠামো আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হবে। তার আগে নির্মলা জানালেন, নতুন কাঠামো গোটা জিএসটি ব্যবস্থাকে আরও সরল করবে। তাতে সাধারণ ক্রেতা এবং ব্যবসায়ীরা, সকলেই উপকৃত হবেন। মূলত মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর কথা নজরে রেখেই পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থায় বদল আনা হয়েছে। সীতারমন বলেন, 'কর কমার সুফল ক্রেতাদের পাওয়া উচিত। এটা নিশ্চিত করতে হবে ব্যবসায়ীদের।' পাশাপাশি সরকারি সংস্থাগুলিকেও কড়া নজরে রাখা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ বার জিএসটি ৩.০ নিয়েও কথা বললেন নির্মলা। তিনি জানান, জিএসটি ২.০-তে গোটা ব্যবস্থা সরল করা হয়েছে। জিএসটি ৩.০-তেও তা-ই থাকবে। তবে নতুন মোড়কে। ধাঁচা একই রেখে কাঠামোয় বদল আনা হতে পারে।

বুধবার দিল্লিতে সিইও সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১০ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের ডাক দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতিটি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে ভোটার তালিকা প্রস্তুতির কাজে যুক্ত অতিরিক্ত সিইও এবং যুগ্ম সিইওদেরও উপস্থিত থাকতে হবে।

সূত্রের খবর, ওই দিন সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে কনফারেন্স। তিনটি সেশনে বিভক্ত থাকবে আলোচনাপর্ব। প্রথমে বিহারের এসআইআর সম্পন্ন নিয়ে হবে আলোচনা। এরপর বাকি রাজ্যগুলির এসআইআর প্রস্তুতির অগ্রগতি নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা রিপোর্ট দেবেন। তার পরে প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন থাকবে।

সমাপনী বক্তব্য রাখবেন নির্বাচন কমিশনার বিবেক জোশী। সর্বশেষ মন্তব্য করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। প্রত্যেক রাজ্যের সিইওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সর্বাধিক পাঁচ মিনিটের একটি উপস্থাপনা তৈরি করবেন। সেই উপস্থাপনায় ভোটার তালিকা এবং এসআইআর -সংক্রান্ত অন্তত দশটি বিষয়ে রিপোর্ট দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বৈঠকে অনিবার্যভাবে উপস্থিত থাকা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক।

'ভারত-রাশিয়াকে অন্ধকারতম চিনে হারিয়ে ফেললাম'

ট্রাম্পের পোস্ট ঘিরে আলোড়ন

ওয়াশিংটন, ৫ সেপ্টেম্বর: গভীর এবং অন্ধকারতম চিনের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে ভারত আর রাশিয়া। শুক্রবার সমাজমাধ্যমের পোস্টে হঠাৎ এমনটাই দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যও করলেন। তিন দেশকে একসঙ্গে ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। তাঁর এই পোস্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

রাশিয়ার কাছ থেকে খনিজ তেল কেনার কারণে ভারতের উপর শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। দুই দেশের বাণিজ্য তাতে ধাক্কা খেয়েছে। ভারতের পণ্যে এখন মার্কিন শুল্কের পরিমাণ ৫০ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে চিন এবং রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা একটি ছবি পোস্ট করলেন। লিখলেন শুধু দু'টি লাইন, 'মনে হচ্ছে, আমরা ভারত আর রাশিয়াকে গভীরতম, অন্ধকারতম চিনে হারিয়ে ফেলেছি। ওদের ভবিষ্যৎ দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ হোক, এই কামনা করি।'

ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের তিক্ততার শুরু ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরেই। তিনি দাবি করেন, আমেরিকার পণ্যে দীর্ঘ দিন ধরে বিপুল পরিমাণে শুল্ক নিয়ে থাকে ভারত। এ বার আমেরিকার পালা। শুধু ভারত নয়, একাধিক দেশের উপর পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প। ভারতের উপর প্রথমে ২৭ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছিল। পরে তা কমিয়ে আনা হয় ২৫ শতাংশে। কিন্তু এর পরেও ট্রাম্প থামেননি। রাশিয়া এবং

বেড়েছে। মার্কিন বাজারের বিকল্প হিসাবে ভারতের ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানিয়েছে চিন। বাণিজ্য নিয়ে এই সংঘাতের মধ্যেই ট্রাম্পের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট। অনেকেই দাবি করছিলেন, শুল্ক নিয়ে আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে যে সংঘাত চলছে, তা সাময়িক। দুই দেশ শীঘ্রই সমঝোতায় আসবে। কিন্তু ট্রাম্পের এই পোস্টের পর তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না, দাবি পর্যবেক্ষকদের একাংশের।

সম্প্রতি এসসিও সম্মেলনে যোগ দিতে চিনে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আলাদা করে জিনপিং এবং পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মোদী। ভারতের সঙ্গে এই দুই দেশের সুসম্পর্কের বার্তা দেওয়া হয়। প্রথম থেকেই চিনের তিয়ানজিন শহরে এই তিন রাষ্ট্রপ্রধানের সাক্ষাৎকে কটাক্ষ করে আসছিলেন ট্রাম্প। শুক্রবার তিনি মোদী, পুতিন এবং জিনপিংয়ের ওই সম্মেলনের ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্যেও তিনি পরোক্ষে ভারতকে দায়ী করেন। ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে মোকাবিলা করতে বিশ্ব বাজারে তেলের দাম অনেক কমিয়ে দিয়েছিল রাশিয়া। সেই থেকে ভারত রাশিয়ার তেল আমদানি বৃদ্ধি করে।

সস্তায় রাশিয়ার তেল কেনার ফলে ভারতের বাজারে জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার ফলেই ইউক্রেনে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পুতিনদের সুবিধা হচ্ছে। এতে রাশিয়া অর্থসাহায্য পাচ্ছে ভারতের কাছ থেকে। যদিও প্রথম থেকে এ বিষয়ে নয়াদিল্লির অবস্থান স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এবং জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করেই ভারত বাণিজ্যনীতি স্থির করে। নয়াদিল্লি যেমন এই অবস্থানে অনড়, তেমন ওয়াশিংটনও শুল্কের প্রসঙ্গে অনড়। ফলে দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হচ্ছে। তাতে আলাদা মাত্রা যোগ করছে রাশিয়া এবং চিন।

বৈধ দোকানে অবৈধ অস্ত্রের কারবার, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্র ডালহৌসির বুকে অস্ত্র বিক্রির বৈধ দোকান। আর সেখানেই চলছিল অবৈধ অস্ত্রের কারবার চলছিল, অন্তত এমনটাই অভিযোগ বেঙ্গল পুলিশ এসটিএফ-এর। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে সেই দোকানে তল্লাশি চালায় বেঙ্গল এসটিএফ। গ্রেপ্তার করা হয় দোকানের তিন মালিককে। রাজ্য পুলিশের এসটিএফ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম সুবীর দাঁ, আবির দাঁ ও সুব্রত দাঁ। তাঁদের শুক্রবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে তদন্তকারীরা জেরা করতে চান বলে জানা গিয়েছে। আদালত ধৃতদের সাতদিনের জন্য পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত রহড়ার এক ফ্ল্যাটে বিপুল পরিমাণ কার্তুজ, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার সূত্র ধরে তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালায় বেঙ্গল এসটিএফ। আর এই

প্রতীকি চিত্র

অভিযানেই উদ্ধার হয় একচল্লিশটি আগ্নেয়াস্ত্র। এর মধ্যে রয়েছে দোনলা ও একনলা বন্দুক। পাশাপাশি মজুত করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ কার্তুজও। পুলিশ সূত্রে এও জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলির মধ্যে বেশ কিছু লাইসেন্স রয়েছে। কিন্তু সেই লাইসেন্স সবই ভিনরাজ্যের। সেগুলো অবৈধভাবে আনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই নিয়ে আরও বিশদে যাচাই শুরু করেছে এসটিএফ। পাশাপাশি কার্তুজের উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এত বিপুল অস্ত্রশস্ত্র একসঙ্গে আগে সচরাচর দেখা যায় না বলে জানান এসটিএফের এক কর্তা। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কলকাতার শতাধী প্রাচীন একটি দোকানের তিন মালিককে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। দোকানটি আপাতত সিল করে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই ঘটনার সূত্রপাত দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা এলাকা দিয়ে। সেখানে অভিযান চালিয়ে একটি বাড়ি থেকে প্রায় ১৯৯ রাউন্ড দু'রকমের বুলেট ও একটি দোনলা বন্দুক উদ্ধার করেছিলেন তদন্তকারীরা। সেই কাণ্ডে এই দোকানের কর্মচারীদের নাম আসে। তাঁদের গ্রেপ্তারও করে পুলিশ। দোকানটি সেই সময়ের জন্য সিল করে দেওয়া হয়। তবে পরে আবার ফের দোকানটি খোলা হয়।

তবে এরপরেও নানা ঘটনায় বহু দিন ধরেই এসটিএফের নজরে ছিল ওই অস্ত্র চক্র। তদন্তকারীদের অনুমান, বৈধ ব্যবসার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্রের কারবার চালাচ্ছিল অভিযুক্তরা। কলকাতার ওই পুরনো দোকানটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তাদের চক্রটি। এই প্রসঙ্গে রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা জানিয়েছেন, এই অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যে সক্রিয় একটি বড় অস্ত্র চক্রের হদিশ মিলেছে। অনুমান করা হচ্ছে, শুধুমাত্র কলকাতা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই অস্ত্রপাচার হচ্ছিল। তবে একইসঙ্গে এসটিএফ-এর তরফ থেকে এ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে আরও খতিয়ে তদন্ত করা হবে।

ভবানী ভবন সূত্রের খবর, আগে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল এই দোকানের। কেন বারবার অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এই লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানের নাম উঠে আসছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। দোকানটি যেখানে অবস্থিত তার থেকে কিছুটা দূরেই লালবাজার অর্থাৎ কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর। এমন একটি জায়গার একটি শতাধী প্রাচীন দোকানে কীভাবে এই প্রকারের বেআইনি কার্যকলাপ চলছিল, তা নিয়েও উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৩৫ নং এফিডেভিট বলে Swarup Kumar Chattopadhyay S/o. Bansi Lal Chattopadhyay ও Swarup Kr Chatterjee S/o. B. L. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Ramji Yadav ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kishun Yadav ও S. K. Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhas Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shekhar Pal ও Sekhar Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৩৭ নং এফিডেভিট বলে Shambhu Guchhait S/o. Becharam Guchhait ও Sambha Charanguchait S/o. B. R. Guchit সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Anshuman Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Asok Kumar Mukherjee ও Asok Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৮/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০ নং এফিডেভিট বলে Loxmi Khatun ও Lakhi Rani Khatun W/o. Sk. Sagar, D/o. Sk Mostafa সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৯/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৬ নং এফিডেভিট বলে Sk Akbar Ali (all docuents) ও Akbar Ali Sekkh (SBI Bank Passbood) S/o. Late Sk. Meher Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই সেপ্টেম্বর । ২০ শে ভাদ্র। শনি বার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু ও বিংশত্তরী মঙ্গল মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

AFFIDAVIT

I, REKHA DUTTA D/o Late CHITTARANJAN DUTTA @ Late DEBENDRA NATH DUTTA,W/o BAM CHARAN DUTTA, presently residing at 87, Ashoke Road, Kolkata 700084, (W.B),by birth I am Indian do hereby solemnly affirm and declare vide Affidavit at RAMPURHAT COURT on 22.08.2025 in front of EXECUTIVE MAGISTRATE that REKHA DUTTA, D/o Late CHITTARANJAN DUTTA and REKHA DUTTA, D/o Late DEBENDRA NATH DUTTA is the same and one identical person.

PUBLIC NOTICE

I, SANDHYA DUTTA, WIFE OF LATE SUNIL DUTTA OF OM HARI APARTMENT, 3RD FLOOR, CIRCULAR ROAD MILANPALLY, BESIDE GOURIO MATH, SILIGURI (M. CORP.), P.O. – SILIGURI, DISTRICT - DARJEELING, WEST BENGAL - 734005. BY VIRTUE OF AFFIDAVIT DATED 28-08-2025, HAS DECLARED THAT IN HIDCO'S DOCUMENTS MY NAME HAS BEEN RECORDED AS "SANDHYA DATTA". "SANDHYA DUTTA" & "SANDHYA DATTA" IS THE SAME IDENTICAL PERSON

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

ব্ল্যাক বার্ন এন্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ, রেজিঃ অফিস, 65, কটন ষ্ট্রীট, থার্ড ফ্লোর, পোঃ+থানা-বড় বাজার কলিকাতা-৭০০০০৭ এর পক্ষে ডিঃ অমিত সোমানি, পিতা-অলোক কুমার সোমানি, গত ইং 24.12.2024 তারিখে ADSR-III আলিপুরে রেজিস্টিকৃত। 1-160321319-2024 নং দলিলে মালিকগণ নিযুক্ত আমমোক্তার ভাস্কর পাল ও অলোকা মন্ডলের নিজস্ব অংশসহ মোট ৯ কাঠা, ১০ ছটাক জমি দঃ ২৪ পরগণা মহেশতলা থানার জে.এল নং-২৬, রামনগর মৌজার আর এস ও এল আর ১৯ নং দাগে ক্রয় করেছে। ADSR বেহালায় রেজিস্টিকৃত আমমোক্তার নামার নম্বর-1-160708709-2024 এবং দাতাগণ দিবাকর পাল, প্রভাকর পাল, চন্দ্রা পাল, পিন্টু পাল, রুনু গাঙ্গুলি, অনু মন্ডল, রিংকু পাল (ভৌমিক), সবিতা পাল, দিপঙ্কর পাল, সুশঙ্কর পাল, সীমা পাল, খোকন পাল, মিতালী পাল, প্রশান্ত পাল, বাসন্তী পাল, শঙ্কর পাল, অপরাজিতা পাল, সুনন্দা অধিকারী, গঙ্গাদেবী সুলিন্দ্র মুখিয়া, মনোরঞ্জন দে, সুমন দে এবং রত্না দে, সকলকে অবগত করা হলো।

বিমল চন্দ্র লাহিড়ী, M.A. LLB, ADVOCATE
কোলকাতা হাইকোর্ট ও আলিপুর জাজেসকোর্ট ও পুলিশকোর্ট, কোলকাতা-700027

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১। শিপ্রা দেবনাথ, স্বামী - গোকুল দেবনাথ, ২। সন্দিপ্তা দেবনাথ, স্বামী - সুফল দেবনাথ, ৩।রুপা দেবনাথ, স্বামী অপূর্ব দেবনাথ, সাং পোড়ামাতলা রোড, পো: থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২। বিগত ইং- ০৭/০১/২০২৫ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ৪নং বহির ১৩১৫-২০২৫নং ভলিয়মের ৫৪৩৯ হইতে ৫৪৫৭ পৃষ্ঠায় নকল হওয়া ৩২/২০২৫ নং রজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে, ১, সাং-১০৭/১, ব্যানার্জী পাড়া, থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, নিবাসী। ধর্ম সাহা র পুত্র অভিজিৎ সাহা, ২, সাং-মাথাপুর রোড পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১৩০২, নিবাসী। মৃত মনোরঞ্জন সাহা র পুত্র নারায়ন সাহা। ৩, সাং-মাথাপুর রোড পো: থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২ নিবাসী। তপন কর্মকার এর পুত্র তনময় কর্মকার, কে আমমোক্তারনিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি।

আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল

জেলা- নদীয়া, থানা- ও এ.ডি.এস.আর অফিস নবদ্বীপ মৌজা- ০৪ নং গঙ্গাপ্রসাদ, খতিয়ান নং- R.S- ৯৮ L.R- ২২৭০,২২৭১,২২৭২ দাগ নং R.S- ১৪৪ L.R- ১১৯৩ পরিমান ৩০.৫৪ শতকএতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে ৩২/২০২৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে, খতিয়ান নং R.S ৯৮ L.R- ২২৭০,২২৭১,২২৭২ দাগ নং R.S-১৪৪ L.R- ১১৯৩ পরিমান ২.০৬ শতক। বিগত ইং ১৭/০৬/২০২৫ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ২০৭৫/২০২৫নং দলিল বলে। সাং- মাটিয়ারী, রামসীতা পূর্বপাড়া, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, নিবাসী। মৃত বৈকুন্ঠ নাথ দে এর পুত্র সৌরেন্দ্র নাথ দে ক্রয় করিয়া, মিউটেশন কেসএর আবেদনেব ভিত্তিতে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তথ্য প্রমানাদি সহ মহেশগঞ্জ B.L.R.O & L.R.O Office এ উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অনথায় ভবিষ্যতে কোনো রুপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ (১) অনিমা রায় স্বামী- তপন রায়, সাং আশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, এবং (২) প্রভাতী সরকার স্বামী- ডাঃ নারায়ণ সরকার, সাং কালিবাড়ী রোড, গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা, উভয়ের পিতা- ˘নারায়ণ চন্দ্র মোদক (বিশ্বাস), দুটি সম্পত্তি যার R.S. খতিয়ান ১ হাল ৩৩৪৮ ও ৭২৫ হাল ৭২৬, L.R. ১৪৩২, দাগ (R.S. ও L.R) ৪০৪৬, ৪৪৭১, মৌজা ৫৪ সুবর্ণবিহার, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, গত ১৩/৯/২০১৩ তারিখে D.S.R. II উত্তর ২৪ পরগণা অফিসে ১৩২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ব্রজগোপাল বিশ্বাস পিতা- ˘নারায়াণ চন্দ্র মোদক (বিশ্বাস), সাং প্রতাপাদিত্য রোড, নপাড়া, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, ব্যক্তিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এখন উক্ত ব্রজগোপাল বিশ্বাস উক্ত সম্পত্তির ১৮ শতক পরিমাণ জমি, যার দাগ (R.S, ও L.R.) ৪৪৭১, রাজকুমার মোদক পিতা- রাখাল চন্দ্র মোদক, সাং নৃসিংহপুর, নদীয়া বিষ্ণুপুর, কোতয়ালী, নদীয়া, ব্যক্তিকে ১৬/৯/২০১৩ তারিখে D.S.R, নদীয়া অফিসে ১৩৩৫২ নং কোবলা দলিল বলে বিক্রয় করেন। এখন সম্পত্তিটি উক্ত রাজকুমার মোদক -এর নামে রেকর্ডভুক্ত করা হবে। এই সম্পর্কে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O. অফিস ১৫ দিনের মধ্যে জানাবেন।

সুমন সাহা
(এ্যাডভোকেট)
কৃষ্ণনগর জজ কোর্ট নদীয়া।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

মহাশয় আমার মক্কেল ১) রুমা মুখার্জী, স্বামী নারায়ণ মুখার্জী, ২) রত্না মুখার্জী, স্বামী দেবদাস মুখার্জী, ৩) দীপশিখা মুখার্জী, স্বামী দ্বিজপদ মুখার্জী, ৪) দুর্বা মুখার্জী, স্বামী বিপ্রদাস মুখার্জী, সকলের সাং- স্যাকড়াপাড়া লেন, পো:+থানা- রানাঘাট, নদিয়া, ১২২ মাশুন্ডা মৌজায় ২২২ দাগে L.R. ৬০৬, ৬০৭, ৬০৪, ৬০৫ খতিয়ান ৪৩ শতক জমি বিগত ইং ২০/০১/২৩ তারিখে A.D.S.R-I অফিসে। I বহির ৫৬০ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নবকুমার ভদ্র, পিতা নকুল ভদ্র হইতে ৬৫৭৭ কোবলা মূলে A.D.S.R-I অফিসে ২৫/০৮/২৫ তারিখে রমন বিশ্বাস, পিতা রমেশ বিশ্বাস খরিদ করে ৮.৪১ শতক জমি এবং ১) শ্যামল কুমার দাস, পিতা রাধাচরণ দাস, ২) মুকুল দাস, স্বামী পরেশ দাস, সাং+ পো: হবিবপুর, থানা- রানাঘাট, নদিয়া, ১১৬ হবিবপুর মৌজায় ১৭৮৪ দাগে ১৫.৮৭৫ শতক জমি L.R. ১৭৯২/১, ২০৯৭/১ জমি বিগত ১০/১২/১২ তারিখে A.D.S.R-I অফিসে ৪ নং বহির ২৯৮ আমমোক্তার বলে গোপাল ঘোষ, পিতা সুশান্ত ঘোষ এর নিকট হইতে ৬৬৮০ কোবলা মূলে ২৮/০৮/২৫ তারিখে A.D.S.R-I অফিসে ৯.১০ শতক জমি ভবিক্ষণ ঘোষ, পিতা রামকেওল ঘোষ সাং+পো: হবিবপুর, থানা- রানাঘাট, নদিয়া, খরিদ করেন এবং ১) সুজিত পাল, পিতা জিতেন পাল ২) লক্ষী পাল, স্বামী সুজিত পাল, সাং+ পো: হবিবপুর, থানা- রানাঘাট, নদিয়া, বিগত ইং ২০/০৯/১৩ ও ২০/০২/১৭ তারিখে ৫৭৫৩, ১০১৩ কোবলা মূলে ০৫ শতক + ০২ শতক জমি ১১৬ হবিবপুর মৌজায় ২৩৩৯ নং দাগে L.R. ৪০০১ খতিয়ান ৯৬ শতক জমি বিগত ইং ১৩/০২/১৩ তারিখে A.D.S.R-I অফিসে ৪ নং বহির ৪৯ নং আমমোক্তার বলে বিনোদ প্রসাদ, পিতা শংকর প্রসাদ এর নিকট হইতে খরিদ করি বিকাশ বিশ্বাস, পিতা জগদীশ বিশ্বাস ৪৪৩২ কোবলা মূলে ০৪ শতক ০৮/০৭/১৪ তারিখে খরিদ করে বিনোদ প্রসাদের নিকট হইতে। সে কারণে উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন মতামত থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O Ranaghat-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Upendra Chandra Burman
Advocate, Ranaghat Court

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলদ্বয় ১। রতন কুমার গুপ্তা ও ২। বিকাশ কুমার গুপ্তা, উভয়ের পিতা- ˘বাবুলাল গুপ্তা, উভয়ের ঠিকানা ২৮/এ, জয় মিত্র ষ্ট্রীট, ওয়ার্ড নং-১৮, পোঃ- হাটখোলা, থানা-বড়তলা, জেলা- কোলকাতা, পিন-৭০০০০৫। হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ৭৩ নং জে.এল.ভুক্ত হাল এল.আর. ১২ নং দাগে থাকা হাল এল.আর. ৩৬৪ নং খতিয়ানে রেকর্ডেড Owner মৃত নারায়ণ চন্দ্র দাসের ওয়ারিশানগণ গত ইং ১০/০২/২০২০ তারিখে হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-11/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে শ্রী পাঁচুগোপাল ভৌমিককে ক্ষমতা প্রদান করিলে শ্রী পাঁচুগোপাল ভৌমিক উল্লিখিত আমমোক্তারনামা দলিলবলে গত ইং ১৩/০২/২০২০ তারিখে ৪৫৩ নং সাফ কোবালা দলিলবলে শ্রী সুব্রত কুমার দাসকে হস্তান্তর করেন এবং পরবর্তীকালে গত ইং ১১/০২/২০২২ তারিখে শ্রী সুব্রত কুমার দাস পুনরায় আমার মক্কেলদ্বয়কে ৬৩৪/২০২২ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করেন।

এমতাবস্থায়, উক্ত পাওয়ারনামার উপর ভিত্তি করিয়া আমার মক্কেলদ্বয়ের নাম বরাবর কোনো মিউটেশান হইলে তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Regno. WB-1593/2015
Serampure Court.

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে অবগত করা যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী গুঞ্জন সিংহানিয়া মোট ১২৭.৩০ (একশো সাতাশ দশমিক তিন শূন্য) শতক জমি ক্রয় করেছেন, যা অবস্থিত মৌজা , মোল্লারবেড়, জে. এল. নং-২২, থানা-ডানকুনি, জেলা- হুগলি, বিক্রেতা প্রথম ডীল মার্ক প্রাইভেট লিমিটেড -এর নিকট হইতে, নিম্নলিখিত দুটি পৃথক দলিলের মাধ্যমে

১) দলিল নং ০৮০৫০, সাল ২০২৪, যা ২৪.০৬.২০২৪ তারিখে এ.আর.এ-II, কলকাতা-তে নিবন্ধিত। ২) দলিল নং ১৩৩৯৩, সাল ২০২৪, যা ০৫.১১.২০২৪ তারিখে এ.আর.এ-II, কলকাতা-তে নিবন্ধিত। উক্ত জমি এল.আর. দাগ নং ৩৮৬ (যা আর.এস. দাগ নং ৩৮৬ এর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ) এর অন্তর্ভুক্ত এবং এল.আর. খতিয়ান নং ২২৩/১, ৩৫৫০, ৩৫৫১ ও ৩৫৫২-এর অধীন।

যেহেতু, উপরিউক্ত জমি প্রথম ডীলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড নিম্নলিখিত পক্ষগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেনঃ

১. মোট ৬৬ শতক জমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে ; (১) দ্রৌপদী দাস উপনাম ধ্রুপদী দাস, (২) বিপুলা দাস, (৩) শুভ্রা দাস, (৪) মীনা রাণী বর্মন উপনাম মীনা বর্মন, (৫) হারা চন্দ্র দাস, (৬) মনোহর দাস এবং (৭) রামচন্দ্র দাস, ১৪.০৬.২০২৪ তারিখে হুগলি জেলার সাব রেজিস্ট্রার-II-তে নিবন্ধিত ২০২৪ সালের জন্য কোবালা দলিল নম্বর ০১৫৪৭ অনুসারে, যাতাদের নিয়োগকৃত আমমোক্তারহারা চন্দ্র দাস দ্বারা কার্যকরিত, বিক্রেতা নম্বর ১-৪ দ্বারা অনুমোদিত ২০১২ সালের জন্য আমমোক্তারনামা নম্বর ০০০৩৬ অনুসারে হুগলিতে জেলা সাব রেজিস্ট্রার-II-তে নিবন্ধিত এবং বিক্রেতা নম্বর ৬ দ্বারা অনুমোদিত ২০১৩ সালের জন্য আমমোক্তারনামা নম্বর ০০০৭৩ অনুসারে অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, শ্রীরামপুরে নিবন্ধিত।

২. মোট ৭৮ শতক জমির এলাকা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে ; ১) দ্রৌপতি দাস উপনাম ধ্রুপদী দাস, ২) বিপুলা দাস, ৩) শুভ্রা দাস, ৪) মিনা রানী বর্মণ উপনাম মিনা বর্মণ, ৫) হারা চন্দ্র দাস, ৬) মনোহর দাস এবং ৭) রাম চন্দ্র দাস ২২.১০.২০২৪ তারিখে হুগলিতে জেলা সাব- রেজিস্ট্রার-১-এ নিবন্ধিত ২০২৪ সালের জন্য কোবালা দলিল নম্বর ০৮৮৩২ অনুসারে, তাদের নিয়োগকৃত আমমোক্তার হারা চন্দ্র দাস দ্বারা কার্যকরিত, যিনি বিক্রেতা নম্বর ১-৪ দ্বারা অনুমোদিত ২০১২ সালের জন্য আমমোক্তারনামা নম্বর ০০০৩৬ দ্বারা হুগলিতে জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-২-এ নিবন্ধিত এবং বিক্রেতা নং ৬ দ্বারা অনুমোদিত ২০১৩ সালের জন্য আমমোক্তারনামা নম্বর ০০০৭৩ দ্বারা শ্রীরামপুরের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-এ নিবন্ধিত। এটি আমার সত্য এবং সৎ উদ্বেগ, এবং আমি সম্মান সহ ভূমিসংস্কার কর্মকর্তা থেকে সার্কুলার নং ১০০০-১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি কেউ কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এবং এল.আর.ও, শ্রীরামপুরের এ প্রতিবেদন করবেন।

(GANESH MANNA)
Advocate

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **আরেফা খাতুন** স্বামী সৈয়দ হোসেন হালিম, সাকিম কেজা, আমাদপুর, মেমারী, বর্দ্ধমান-৭১৩৩০১, মহাশয়া বিগত ইং ১৯/০৮/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00347/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাদেরকে **(১)খন্দকার মহম্মদ ইব্রাহিম**, পিতা মরহুম খন্দকার আব্দুল হাসেম, **২)খন্দকার মুস্তাক হোসেন**, পিতা মরহুম খন্দকার আব্দুস সবুর, **৩)খন্দকার আসফাক হোসেন**, পিতা মরহুম খন্দকার আব্দুর রাজ্জাক, সকলের সাকিম কাজী মহল্লা স্টেশন রোড, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৪/০৮/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02192/2017 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)মহঃ সামসের**, পিতা নিশার আহমেদ, ও **২)রুকসানা খাতুন** স্বামী মহঃ সামসের, উভয়ের সাকিম ১৩ পি.জে. মিল লেন, বাগ খাল, রিষড়া. এম., রিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮ মহাশয়/মহাশয়াকে ২.৪৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তির ১ নং ক্রেতা **মহঃ সামসের** তাহার নিজ খরিদা অংশ নিজ নামে নথিভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ২নং ক্রেতা **রুকসানা খাতুন** তাহার নিজ খরিদা অংশ নিজ নামে নথিভুক্ত না করিয়াই ক্রেতাদ্বয় তাহাদের খরিদা সম্পত্তি বিগত ইং ১৩/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি. এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01330/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **মহঃ শাহাবুদ্দিন** পিতা মহঃ রফিক, সাকিম বি.জি. বাই লেন, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫ মহাশয়কে উক্ত ২.৪৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, ১০৫ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৯১৮ নং দাগে, ১)হাল এল.আর. ২৭৬১ নং খতিয়ানে শালি জমি ষোল আনায় ৩৯ শতক তন্মধ্যে ১.২৩ শতক ও ২)হাল এল.আর. ৫৭ নং খতিয়ানে শালি জমি ষোল আনায় ৩৯ শতক তন্মধ্যে ১.২৩ শতক, একুনে একটি দাগে, দুইটি খতিয়ানে মোট ২.৪৬ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **মহঃ শাহাবুদ্দিন** পিতা মহঃ রফিক, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল. আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **১)খন্দকার মহম্মদ ইব্রাহিম**
২)খন্দকার মুস্তাক হোসেন,
৩)খন্দকার আসফাক হোসেন,
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মৌজা- জঙ্গলখাস, জে.এল. নং- ০৯৫, হাল খং নং- ১৩৬৪৮ ও ১৩৬৪৯, সাবেক দাগ নং ৩৫৪, হাল দাগ নং ৪৫৪ দাগের ভূমির রায়ত ১) মলয় চ্যাটার্জি পিতা- স্বর্গীয় প্রনবেশ চ্যাটার্জি, ২) মনিকা চ্যাটার্জি হাদৎ পিতা- স্বর্গীয় প্রনবেশ চ্যাটার্জি, উভয় সাং- রঘুনাথপুর, পোষ্ট ও থানা-ঝাড়গ্রাম, জেলা-ঝাড়গ্রাম, কর্তৃক D.S.R., Jhargram অফিসে ইং ০৩/১১/২০২২ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৪৮০/২০২২ নং আমমোক্তার মূলে আমমোক্তার মানবেশ চ্যাটার্জি পিতা- স্বর্গীয় প্রনবেশ চ্যাটার্জি, সাং- রঘুনাথপুর, পোঃ, থানা, জেল- ঝাড়গ্রাম তিনি জেলা ও থানা ঝাড়গ্রাম এর নিকট হইতে A.D.S.R., Jhargram অফিসে ইং ০১/০৯/২০২৫ তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ১৯৫১/২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা মূলে খরিদ করতঃ দখলকার রহিয়াছে। উক্ত ক্রয় বিষয়ে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রমানাদি সহ B.L & L.R.O. Jhargram অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আমার মক্কেল সম্পূর্ণ দায় মুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এর অফিসে তাহারা নাম জারির কার্য্য আইন মোতাবেক সম্পন্ন করিবেন।

ইতি
NANI GOPAL DAS
(Advocate)
Jhargram District
Judge's Court

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে যে, আমার মক্কেল প্রথম ডীলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড, মৌজা- মোল্লারবেড়, জে.এল. নম্বর- ২২, থানা- ডানকুনি, জেলা- হুগলি তে অবস্থিত, এল.আর. দাগ নম্বর ৩৮৬ (যা আর.এস. দাগ নম্বর ৩৮৬ এর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ), এল.আর. খতিয়ান নম্বর ২২৩/১, ৩৫৫০, ৩৫৫১ ও ৩৫৫২ এর অধীন মোট ১৪৪ শতক জমি, নিচে উল্লিখিত পক্ষগণের কাছ থেকে দুটি ভিন্ন দলিলের মাধ্যমে ক্রয় করেছেন।

১. মোট ৬৬ শতক জমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে ; (১) দ্রৌপদী দাস উপ নাম ধ্রুপদী দাস, (২) বিপুলা দাস, (৩) শুভ্রা দাস, (৪) মীনা রাণী বর্মন উপনাম মীনা বর্মন, (৫) হারা চন্দ্র দাস, (৬) মনোহর দাস এবং (৭) রামচন্দ্র দাস, ১৪.০৬.২০২৪ তারিখে হুগলি জেলার সাব রেজিস্ট্রার-II-তে নিবন্ধিত ২০২৪ সালের জন্য কোবালা দলিল নম্বর ০১৫৪৭ অনুসারে, যা তাদের নিয়োগকৃত আমমোক্তার হারা চন্দ্র দাস দ্বারা কার্যকরিত, বিক্রেতা নম্বর ১-৪ দ্বারা অনুমোদিত ২০১২ সালের জন্য আমমোক্তারনামা নম্বর ০০০৩৬ অনুসারে হুগলিতে জেলা সাব রেজিস্ট্রার-II-তে নিবন্ধিত এবং বিক্রেতা নম্বর ৬ দ্বারা অনুমোদিত ২০১৩ সালের জন্য আমমোক্তারনামা নম্বর ০০০৭৩ অনুসারে অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, শ্রীরামপুরে নিবন্ধিত।

২. মোট ৭৮ শতক জমির এলাকা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে ; ১) দ্রৌপতি দাস উপনাম ধ্রুপদী দাস, ২) বিপুলা দাস, ৩) শুভ্রা দাস, ৪) মিনা রানী বর্মণ উপনাম মিনা বর্মণ, ৫) হারা চন্দ্র দাস, ৬) মনোহর দাস এবং ৭) রাম চন্দ্র দাস ২২.১০.২০২৪ তারিখে হুগলিতে জেলা সাব- রেজিস্ট্রার-১-এ নিবন্ধিত ২০২৪ সালের জন্য কোবালা দলিল নম্বর ০৮৮৩২ অনুসারে, তাদের নিয়োগকৃত আমমোক্তার হারা চন্দ্র দাস দ্বারা কার্যকরিত, যিনি বিক্রেতা নম্বর ১-৪ দ্বারা অনুমোদিত ২০১২ সালের জন্য আমমোক্তারনামা নম্বর ০০০৩৬ দ্বারা হুগলিতে জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-২-এ নিবন্ধিত এবং বিক্রেতা নং ৬ দ্বারা অনুমোদিত ২০১৩ সালের জন্য আমমোক্তারনামা নম্বর ০০০৭৩ দ্বারা শ্রীরামপুরের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-এ নিবন্ধিত।

এটি আমার সত্য এবং সৎ উদ্বেগ, এবং আমি সম্মানসহ ভূমিসংস্কার কর্মকর্তা থেকে সার্কুলার নং ১০০০-১ এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি কেউ কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এবং এল.আর.ও, শ্রীরামপুরের এ প্রতিবেদন করবেন।

(GANESH MANNA)
Advocate

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সাং ৩৪৪, হোসেনপুর (মাদুরদহ), থানা-ভূতপূর্ব তিলজলা অধুনা আনন্দপুর, কলিকাতা-৭০০ ১০৭ নিবাসী শ্রী ভোলা পাইক পিতা ˘বিমল পাইক বিগত ইংরাজী ২০১০ সালে সোনারপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০১২ সালের ০১৪৬৭ নম্বর আমমোক্তর নামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তর হিসাবে সাং-চুচুরা, থানা-চুচুরা জেলা-হুগলী নিবাসী শ্রী চিরঞ্জীব কুমার মণ্ডল, পিতা চিত্ত রঞ্জন মণ্ডল, মৌজা-হগোলকুড়িয়া জে.এল. নং ৬৭, অন্তর্গত এল. আর. ৯০৪ নং খতিয়ান ভুক্ত এল. আর. ৫৫ নং দাগের ৬.৩ কাঠা জমি জনৈক শ্রী চিরঞ্জীব কুমার মণ্ডল আলিপুর ডিঃ সাব-রেজেষ্ট্রী-৪ অফিসে রেজেষ্ট্রীকৃত ২০২২ সালের ৬১০৫ নম্বর কোবালা মূলে Yoshi Realty Private Limited-কে বিক্রয় করেন যাহা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সোনারপুর অফিসে MN/2024/1615/41909 মূলে শুনানীর মাধ্যমে নিস্পত্তির বিজ্ঞপ্তি জারী হইল।

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges' Police Court
Enrollment No. - WB-490/2010

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী সিদ্ধার্থ চন্দ্র** পিতা ˘শক্তিপদ চন্দ্র সাকিম নামাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ বিগত ইং 05/10/2020 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0076/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(আলমগীর সরকার** পিতা মরহুম গোলাম নবী সরকার, সাকিম মটুকপুর, পোঃ ও থানা পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি উক্ত সম্পত্তির অপর শরিক **মহঃ নূর ইসলাম** পিতা মরহুম সইফুদ্দিন ইসলাম, সাকিম পান্ডুয়া জয়পুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়ের সহিত যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 14/12/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6804/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহঃ দিলসাদ** পিতা আব্দুল কালাম, সাকিম বি.জি. বাই লেন, তেলিনিপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৫, মহাশয়কে মোট ৫.৬২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা নমাজগ্রাম, ১০৪ নং জে.এল ভুক্ত, ১)হাল এল.আর. ৩৭৭৯ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৩৬ নং দাগে শালি জমি ৪.৯৫ শতক ও ২)হাল এল.আর. ৩৩৩৫ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২৩৯ নং দাগে শালি জমি ০.৬৭ শতক, একুনে দুইটি খতিয়ানে ও দুইটি দাগে মোট ৫.৬২ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে আমি উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকের সহিত যৌথ ভাবে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **মহঃ দিলসাদ** পিতা আব্দুল কালাম, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**আলমগীর সরকার** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)জবা ভট্টাচার্য্য** স্বামী দেবব্রত ভট্টাচার্য্য সাকিম ২৫৫ এ, দাসপাড়া রোড, শান্তি এ্যাপার্টমেন্ট, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭০০০৬৩ ও **২)অপরাজিতা মুখার্জ্জী** স্বামী অমর কুমার মুখার্জ্জী, উভয়ের পিতা ˘প্রনব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম ৫৫, খান রোড, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৯, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ২১/০৯/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0079/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়**, পিতা ˘প্রনব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৮/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-04668/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **বিভাষ মন্ডল**, পিতা বিজন মন্ডল, সাকিম তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে কে ৮২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা চৌবেড়া, ২১ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৯৭ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৭৪১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৬৩ শতক তন্মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ৮২ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **বিভাষ মন্ডল**, পিতা বিজন মন্ডল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ ওজায়ের আলী** পিতা মরহুম সেখ মহম্মদ আলি ওরফে মহম্মদ আলী, সাকিম নামাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ০৩/০৭/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-06043/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(সেখ নাসিম আলি** পিতা মরহুম সেখ মহম্মদ আলি ওরফে মহম্মদ আলী সাকিম নামাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির অপর শরিকগণ **১)মমতাজ খাতুন, ২)মেহরুন নেশা** স্বামী হাফিজউদ্দিন আহমেদ, **৩)মাহমুদা খাতুন** স্বামী আবুল হাসনত, **৪)জাহানারা হক** স্বামী রবিয়ুল হক, ১নং এর স্বামী ও ২-৪নং এর পিতা মরহুম সেখ মহম্মদ আলি ওরফে মহম্মদ আলী, ১/২নং এর সাকিম নামাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ৩নং এর মহাদেবপুর, আমুল, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৫১৪, ৪নং এর গরীব আলমবাগ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়াগণের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ২৩/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-04364/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)সেখ তৌসিফ আলি** ও **২)সেখ তৈয়ব আলি**, উভয়ের পিতা সেখ মহসিন আলি, উভয়ের সাকিম সাঁচিতাড়া, বেলুন, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়দ্বয়কে ৭.৫৯ শতক বা ৪.৬০ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা নমাজগ্রাম, ১০৪ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৪৯ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৪৫৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৪ শতক তন্মধ্যে ৭.৫৯ শতক বা ৪.৬০ কাঠা সম্পত্তি আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **১)সেখ তৌসিফ আলি ও ২)সেখ তৈয়ব আলি**, উভয়ের পিতা সেখ মহসিন আলি তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**সেখ নাসিম আলি** (আমমোক্তার)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

PUBLICATION

It is herby inform that I, **Sri Manish Guha,** son of Supradip Guha, residing at Vill-Mirkhila, PO+PS- Dadpur, District-Hooghly, Pin- 712305, have lost 1 (One) Our Original Chain deed of our following property situated **at District-Hooghly, PS-Dadpur, Mouja-Popai, JL no-67, under Goswami Malipara Gram Panchayet, RS Dag no-958, LR Dag no-1052, LR Khatian no-1235,** within the jurisdiction of the Office of DSR Hooghly & ADSR Chinsurah in the State of West Bengal. The Deed the above property is as follows: **i) 3834 for the year 1978 registered before DSR Hooghly.**

We have already registered a General Diary before Dadpur P.S, vide **GDE no-191 dt-04/09/2025** Regard to the above mention lost. If anybody find the above deed, then please return it by contacting at the following address within 7 days of publication of the notice. We will remain ever grateful if their return.

With permission of the above mentioned.

Santanu Nandy
Advocate
District Judge's Court, Hooghly
M-9734048759

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

<u>মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি</u>
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

<u>শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,</u>
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

<u>পি' অ্যাডস সলিউশন,</u>
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভূম</u>

<u>সংবাদ সারাদিন,</u>
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

<u>মিডিয়া হাউস,</u>
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

<u>লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,</u>
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

<u>A2Advantage Ad Agency,</u>
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

<u>মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,</u>
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

<u>পুরুলিয়া</u>
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

<u>হাওড়া</u>
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

<u>বালি ফটোকপি সার্ভিস,</u>
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

<u>বর্ধমান</u>

<u>স্টুডিও তানিয়া,</u>
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

মমতার পুরো সরকারটাই চোর: গিরিরাজ সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মমতা ব্যানার্জির পুরো সরকারটাই চোর। দুর্নীতিতে যুক্ত। কাটমানি নেয়। শুক্রবার ব্যারাকপুর নীলগঞ্জে কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্রে এসে সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী বলেন, 'মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য জেলে রয়েছেন। মমতা ব্যানার্জি একটাই বিশেষত্ব আছে। উনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের খুব বেশি ভালোবাসেন। এই কারণেই বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের জন্য উনি 'রেড কার্পেট' বিছিয়ে রেখেছেন।' কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সংযোজন, বাংলায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলছে। আগামী দিনে বেঙ্গল ফাইলস যতই বন্ধ করে দিক। কিংবা দেখতে না দিক। এরাজ্যে মুর্শিদাবাদ-সহ সমস্ত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মানুষ খুন হতেই থাকবে। কারণ, এই প্রশাসন নিষ্ঠুর। বাংলার মানুষকে এই নিষ্ঠুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কারণ, বাংলার মাটি আন্দোলনের মাটি। প্রসঙ্গত, এদিন পাট গবেষণা কেন্দ্রে আধিকারিকদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রীর অভিযোগ 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে' বাংলায় বিধানসভা চলছে না। এখানে মমতা ব্যানার্জির একনায়কতন্ত্রে চলে। এই কারণে মমতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেই বিজেপির বিধায়কদের মেরে ভাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, দেশের অনেক বিধানসভায় বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়। অথচ সরকারপক্ষ কিংবা অধ্যক্ষ বিরোধীদের সঙ্গে একটা সৌজন্যমূলক আচরণ করে থাকে। কিন্তু বাংলায় মমতা ব্যানার্জির ইশারাতে অধ্যক্ষ মারপিট করেন। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চোর বলেছেন। এপ্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গালি দেওয়া মমতা ব্যানার্জির একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। একটা প্রবাদ আছে, চোরের মায়ের বড় গলা। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, বাংলায় এসআইআর হবেই। মমতা ব্যানার্জির রাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নেই। তিনি বলেন, বাংলার জনতাকে বলব, এই সরকার চোর। এই কারণে এরা মনরেগার কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এদিন দাবি করেন, বাংলা থেকে বিদায়ের পথে তৃণমূল সরকার। বাংলায় মমতা ব্যানার্জির শাসন আর বেশিদিন নেই। সংখ্যালঘু তোষণ নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, মুসলিমদের খুশি করতে উনি শিক্ষক দিবস একদিন 'অ্যাডভান্স' করে দিলেন। দেখবেন কবে আবার উনি দুর্গাপুজো 'অ্যাডভান্স' করে দেবেন। কালীপুজো এগিয়ে আনবেন। আসলে মুসলিমদের খুশি করতে উনি সবকিছু করতে পারেন। তাঁর কটাক্ষ, আসলে চুরি করতে করতে উনি সবাইকে চোর মনে করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিততে উনি ভোট চুরি করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিততে ১০০ জনকে খুন হতে হয়। তাঁর দাবি, কাউকে চোর বলার অধিকার ওনার নেই। ভুয়ো ভোটার নিয়ে তিনি বলেন, যারা মারা গিয়েছেন, যারা অন্যত্র থাকেন, যাদের নাম ভোটার তালিকায় একাধিক জায়গায় আছে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ তো দিতেই হবে। সেক্ষেত্রে 'চুরি' শধ কোথা থেকে আসছে। তাঁর সাফ বক্তব্য, আসলে চুরি করতে করতে ওনার চুরি করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এদিন কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্রে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে প্রমুখ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার

টেট ও এসএসসির ধাঁচে উচ্চ মাধ্যমিকেও এবার প্রকাশ করা হবে ওএমআর শিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি, টেট-এ ওএমআর নিয়ে জটিলতা আদালত পর্যন্ত গড়ানোয় এবার নতুন সেমেস্টার পরীক্ষা ঘিরে সতর্ক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। প্রাথমিক টেট এবং এসএসসি-র ধাঁচে এবার উচ্চ মাধ্যমিকেও ওএমআর শিট-ও প্রকাশ করবে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। প্রকাশ করা হবে প্রথম সেমেস্টারের ওএমআর শিট। তবে পরীক্ষার পরই নয়। প্রথম সেমেস্টারের ফল অনলাইনে প্রকাশের ৭২ ঘণ্টা পর প্রকাশ করা হবে ওএমআর। অর্থাৎ, পাশাপাশি ওএমআর নিয়ে আর কোনও ঝুঁকিই নিতে চাইছে না কেড। এই প্রসঙ্গে সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, কী ভাবে এই ওএমআর শিট আপলোড করা হবে, তা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক হয়েছে। বেশ কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা ছিল, যা কাটিয়ে ওএমআর প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংসদ সভাপতি বলেন, 'পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। পরীক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই দেখে নিতে পারে তারা কী উত্তর দিয়েছে। সমস্ত পরীক্ষার

ওএমআর শিট আপলোড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পোর্টালে প্রতিষ্ঠানের লগ ইন থেকে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ওএমআর শিট ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তারপর তা সফ ট কপি আকারে বা ছাপিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে বিতরণ করে দেবেন। সংসদের তরফে রাজ্যের ৭০০০ স্কুলে পিডিএফ ফরম্যাটে পাঠানো হবে ওএমআর শিটের ডেটা। এর পাশাপাশি সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, একসঙ্গে ৬টি পরীক্ষার ওএমআর শিট প্রকাশ করা হবে। স্কুলগুলি পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজন মতো তাদের হাতে ওএমআর শিট ডাউনলোড করে প্রিন্টেড বা সফট কপি তুলে দেবে।

উল্লেখ্য, উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টার পরীক্ষা ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রতি দিন সকাল ১০টা থেকে ১১টা ১৫ পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কিভাবে নেওয়া হবে তার গাইড লাইন জেলায় জেলায় পাঠিয়ে দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবার এই প্রথম সেমেস্টার ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। যেহেতু বৃষ্টি বা বন্যার আশঙ্কা রয়েছে সেই কারণে কী কী পদক্ষেপ করতে হবে বৃষ্টি বা বন্যার মতো পরিস্থিতি হলে, তা নিয়েও নির্দিষ্ট গাইডলাইন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সংসদের তরফে। যদিও আগেই সংসদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওএমআর আপলোড করা হবে।

শিক্ষক দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট ঘিরে ক্ষোভের স্রোত, পার্শ্বশিক্ষকদের আর্তি সোশ্যাল মিডিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক দিবসের সকালে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই যেন ক্ষোভের ঢল নেমে এল রাজ্যের পার্শ্বশিক্ষকদের তরফে। মন্তব্য বিভাগ ভরে গেল অভিযোগ, আক্ষেপ, আর্তি আর আবেদনে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত ক্ষোভ উগরে লিখলেন, শিক্ষাকে লাটে তুলে দিয়ে রাধাকৃষ্ণনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লাভ কী? শ্রীমন্ত ঘোষ মনে করিয়ে দিলেন, পার্শ্বশিক্ষকরাও শিক্ষক। তাদের কথা আজকের দিনে একটু ভাবুন! প্রশান্ত পাল লেখেন, আপনার স্নেহের উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্যারা টিচাররা অর্থাভাবে অর্ধাহারে ভিক্ষুকদের মতো জীবন যাপন

করছেন অথবা আত্মহত্যা করছেন। তাদের বাঁচাতে আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করি।

রাকেশ বিশ্বাস আবেদন করেন, আমরা পার্শ্ব শিক্ষক খুব অসহায় অবস্থায় আছি, আমাদের ভরসা কেবল আপনি। দ্রুত ঘোষণা করুন, আমাদের পরিবারগুলোকে বাঁচান। রিনা রায় তীব্র আক্ষেপে লিখেছেন, একই কাজ করে স্থায়ী শিক্ষক পান ৭০-৮০ হাজার টাকা, আমরা পাই মাত্র ১০-১৩ হাজার। ২০১১ সালে আপনি স্থায়ীকরণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন।

সুনীতা চৌধুরী রায় জানান, মাত্র ১০ হাজার টাকার বেতনে সংসার চালানো যাচ্ছে না। দয়া করে কিছু করুন। স্বপন ঘোষ আর্তি জানিয়েছেন, বিয়াল্লিশ হাজার পরিবারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। দ্রুত বেতন বাড়ান। অঞ্জন মজুমদার লিখেছেন, আমরা শুধু পড়াই না, কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, শিক্ষাশ্রী-সহ আপনার স্বপ্নের প্রকল্পগুলিও মাঠে নামাই। অথচ আমাদের সম্মান নেই, সুযোগ নেই। বিষয়টি দেখুন। শিক্ষক দিবসের দিনেই এই ক্ষোভমুখর প্রতিক্রিয়ায় রাজ্য প্রশাসনের উপর চাপ আরও বাড়ল। মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে সাড়া দেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্যের পার্শ্বশিক্ষক সমাজ।

শঙ্কর ঘোষের খোঁজ নিলেন রাজ্যপাল

■ **বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়া বিজেপি প্রধান হুইপ শঙ্কর ঘোষের খোঁজ নিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই রাজ্যপাল ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে শঙ্কর ঘোষের শারীরিক অবস্থার খবর নেন এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। বিজেপি নেতৃত্ব রাজ্যপালের এই তৎপরতাকে স্বাগত জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার সময় বিজেপি বিধায়করা বিক্ষোভে সরব হন। কাগজ ছোড়াছুড়ি ও স্লোগানবাজির মধ্যে মার্শালরা কয়েকজন বিজেপি বিধায়ককে বাইরে বের করে দেয়। অভিযোগ, এই সময় শঙ্কর ঘোষের মাথা ও ঘাড়ে আঘাত লাগে এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে তাঁকে উত্তর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।**

শমীকের বিস্ফোরক মন্তব্য

■ **মুর্শিদাবাদে বোমাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার তিনি সরাসরি তৃণমূল ও পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ''ও নিজেদের মধ্যে মারামারি। রাজ্যে তৃণমূল-পুলিশ কোনও ফারাক নেই। তৃণমূলই পুলিশ, পুলিশই তৃণমূল। ওদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে, ২৫-৭৫ শতাংশের হিসেব মেলেনি বলেই এই খুনোখুনি।' শমীক আরও অভিযোগ করেন, 'এই রাজ্যে পুলিশ, বিডিও, নেতা, মন্ত্রী; সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তৃণমূল যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, এভাবেই চলতে থাকবে।' বিজেপি সভাপতির এই তীব্র মন্তব্যে ফের সরগরম রাজনৈতিক মহল। শমীকের মতে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাই এখন শাসক দলের হাতে বন্দি, আর তার ফলেই বারবার রক্ত ঝরছে গ্রামেগঞ্জে।**

শিক্ষকদের বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা

■ **প্রতি বছর কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া নিয়ে কিংবা ক্লাব-প্রতিষ্ঠানের মাঠে মঞ্চ করে জাঁকজমক সহকারে ৫ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শিক্ষক দিবস উদযাপন করে থাকে কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশন। কিন্তু এবার চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান করার জন্য এবছর ভাটপাড়া পুর অঞ্চলের কোথাও কমিউনিটি সেন্টার মেলেনি। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাড়িতে পৌঁছে সমাজ গড়ার কারিগরদের সংবর্ধনা প্রদান করতে হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জ্যোতি ফাউন্ডেশনকে। উক্ত ফাউন্ডেশনের কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে।**

ধর্ষণের ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করেই ব্ল্যাকমেল করতেন অভিযুক্ত যুবক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথমবার প্রিন্সেপ ঘাটে ডেট-এ গিয়ে জোর করে নৌকোর মধ্যে শারীরিক মিলনের ঘটনার কথা সামনে এসেছে সম্প্রতি। আর এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসে গোটা কলকাতাবাসী। এবার এই মামলাতেই এবার সামনে এল আরও বিস্ফোরক অভিযোগ। অভিযোগকারিণীর আইনজীবী কৃশাণু গঙ্গোপাধ্যায় জানান, পরিচয় হওয়ার পর থেকেই নির্যাতিতা তরুণীর কাছে টাকা চাইতেন অভিযুক্ত দীপ। ঘটনার আগে ও ঘটনার পর ব্ল্যাকমেল করে মোট ৩৫ হাজার টাকা নিয়েছিলেন অভিযুক্ত। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, তরুণীর কাছ থেকে অনলাইন ও নগদে টাকা নিয়েছিলেন ওই যুবক। আর এই টাকার লেনদেনের তথ্য প্রমাণ হাতে পেয়েছে পুলিশও। ঘটনার দিন ১০ হাজার টাকা ও ঘটনার ছ'দিন পর বাঘাযতীন এলাকায় এক এটিএমের সামনে দেখা করে ৮ হাজার নিয়েছিলেন অভিযুক্ত। ঘটনার আগেও ১৭ হাজার টাকা নিয়েছিলেন দীপ।

আর এই টাকা নেওয়ার পিছনে রয়েছে

হুমকির ঘটনাও। ওই তরুণীকে দীপ হুমকি দিয়েছিল ধর্ষণের মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করা আছে, টাকা না দিলে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

এদিকে অভিযুক্ত পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ শেষে আলিপুর আদালতে পেশ করা হলে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজত হয়েছে। নির্যাতিতা তরুণীর আইনজীবী জানান, তাঁদের তরফে আদালতের কাছে ব্ল্যাকমেল এবং জোর করে ভয় দেখিয়ে দফায় দফায় টাকা নিয়েছেন অভিযুক্ত, তা তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার আগেও অন লাইনে টাকা নিয়েছে অভিযুক্ত সেই তথ্য প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথম সাক্ষাতের দিনই গঙ্গাবক্ষে নৌকোয় ২৩ বছরের ওই যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার জেরে দীপ নারায়ণ ভট্টাচার্য নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে নেতাজি নগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই যুবকের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, ঘটনার পর থেকেই টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়া হত ওই যুবতীকে। জানা গিয়েছে, সমাজমাধ্যমে আলাপের পর প্রথম দিকে চ্যাট এবং টেক্সট মেসেজে দু'জনের মধ্যে কথা হত। পরে ফোনে কথা হতে শুরু করে, তারপরই একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়।

শিক্ষক দিবসে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল মজার মিম

কার্টুনের মাধ্যমে একে অপরকে বিঁধল বিজেপি-তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক দিবসে শুভেচ্ছা নয়, শাসক ও বিরোধীর সোশ্যাল মিডিয়া ভরে উঠল রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। বুধবার সকালেই তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অফিশিয়াল পেজে পোস্ট করল একটি তীক্ষ্ণ কার্টুন। তাদের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শিক্ষক সেজে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে দেখা গেল; এসআইআর: সাইলেন্ট ইনভিজিবেল রিগিং, পাশে ছাত্র সেজে বসা এক ব্যক্তিকে নোট নিতে দেখা যায়। বিজেপির দাবি, তৃণমূল নীরব ও অদৃশ্য কারচুপির কায়দা

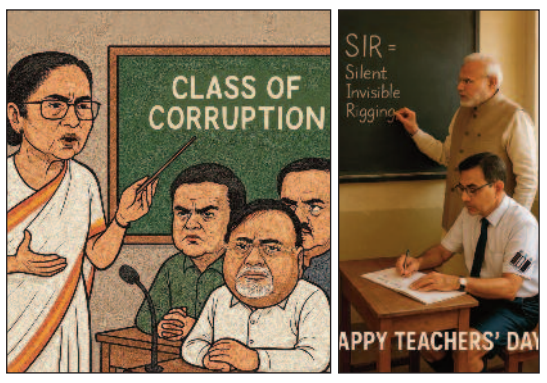

শেখাচ্ছে, যা গণতন্ত্রকে অপমান করছে।

পাল্টা জবাবে রাজ্য বিজেপি ছুড়ল আরও ধারালো অস্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছেন ক্লাস অফ করাপশন', সামনে বসে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতাদের ব্যঙ্গাত্মক মুখচ্ছবি। শাসকদলের বার্তা স্পষ্ট; বিজেপি দেশজুড়ে দুর্নীতির পাঠ দিচ্ছে। দুই দলের এই পাল্টাপাল্টি পোস্টে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। শিক্ষক দিবসের আবহেই শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি, ভোট কারচুপি ও প্রশাসনিক নৈতিকতার প্রসঙ্গ টেনে একে অপরকে বিদ্ধ করল শাসক-বিরোধী শিবির। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই তির্যক সোশ্যাল মিডিয়া যুদ্ধে স্পষ্ট যে উৎসবের দিনেও ভোটের লড়াই থেমে নেই।

মেধার লড়াইয়ে সবাইকে পিছনে ফেললেও স্কলারশিপে বঞ্চিত জেলবন্দি মাওবাদী নেতা অর্ণব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেধার লড়াইয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক পড়ুয়াকে পিছনে ফেললেও জেলবন্দি মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম পাচ্ছেন না কোনও স্কলারশিপ, এমনটাই অভিযোগ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি বা এপিডিআর-র অন্যতম সদস্য রণজিৎ সুরের।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন অর্ণব। এই পিএইচডি করতে গিয়ে তাকে হাজারো প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়তে হয়। এর আগে পিএইচডি-র প্রবেশিকা পরীক্ষায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ণব প্রথম

হলেও, তাঁর ভর্তি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে বেশ টালবাহানা দেখা যায়। আর এই পিএইচডি করার ক্ষেত্রে যে স্কলারশিপ পাওয়ার কথা তাঁর তা মিলছে না। শুক্রবার এই প্রসঙ্গেই নিজের সমাজমাধ্যমে এপিডিআর সদস্য লেখেন, 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের জন্য দুই ধরনের স্কলারশিপ রয়েছে। একটি নন-নেট বিবেকানন্দ স্কলারশিপ। অন্যটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্কলারশিপ। কিন্তু অর্ণবকে কোনওটিই দেওয়া হচ্ছে না। অথচ সব পরীক্ষায় প্রথম অর্ণবেরই স্কলারশিপ পাওয়ার কথা।' এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, মৌখিক ভাবে জানান হয়েছে, মাওবাদী সাজাপ্রাপ্ত বন্দি বলে অর্ণবকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়নি। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্কলারশিপও কোনও এক প্রভাবশালীর সুপারিশকৃত প্রার্থীকে প্রদান করা হবে।'

এদিকে বহুদিন যাবৎ জেলবন্দি মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম। টাকা-পয়সা প্রায় নেই। এই পরিস্থিতিতে ভরসা স্কলারশিপ। কিন্তু তাও এখন প্রবল অনিশ্চয়তার মুখে। অর্ণবের অভিযোগ, 'স্কলারশিপ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে অনিয়ম চলছে।' ইতিমধ্যে এপিডিআর তরফে এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও উপাচার্য শঙ্কর কুমার নাথকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

তবে অর্ণবের স্কলারশিপ জটের দায় রাজ্যপালের কোর্টেই পাঠিয়েছেন তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী। এই প্রসঙ্গে অরূপ চক্রবর্তী জানান, 'রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্যদের জন্য এই অবস্থা। তিনিই প্রতি স্তরে এই ধরনের কাজগুলো করছেন। কেন্দ্রের সরকার স্কলারশিপ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উদ্যোগী হয়ে তা আবার চালু করান। অর্ণবের ব্যাপারটা আলাদা। ওটা দেখতে হবে। ও যেহেতু রাজনৈতিক বন্দি। তার ক্ষেত্রে কিছু প্রোটোকল রয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে অবশ্য শাসকদলকে বিঁধতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা তাপস রায়। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দ না হলেই সে মাওবাদী হয়ে যাবে।' এরই রেশ ধরে বিজেপি নেতার গলায় শোনা যায় সদ্য শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে হামলায় জড়ানো স্পেনের বাঙালি গবেষক হিন্দোল মজুমদারের কথাও। আর এই প্রসঙ্গে তাপস রায় বলেন, 'স্পেন থেকে আসা ছেলেটা, ওর সঙ্গেও কী ব্যবহার করল? ধর্ষক, গুন্ডাদের আশ্রয় দিচ্ছে। আর ভালো ছেলেদের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করছে।'

যত্রতত্র হোর্ডিং লাগানো বন্ধের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা ও লাগোয়া শহরগুলিতে আইনের তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র বিজ্ঞাপন, হোর্ডিং লাগানো বন্ধের দাবিতে নতুন জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল হাইকোর্টে। বিধাননগরের তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় এই মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলায় বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ কলকাতা পুরসভা, নগরোন্নয়ন দপ্তর মেট্রো রেল সহ মামলায় যুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে আগের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ার কারণ জানতে চেয়ে হলফনামা তলব করেছে বলে আদালত সূত্রে খবর।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে ২০০৮ সালে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়। ২০১৭ সালে পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর শহরের বেশ কিছু এলাকাকে গ্রিন জোন হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে এই সব এলাকায় বিজ্ঞাপন লাগানো নিষিদ্ধ। বাস্তবে এই সব নির্দেশ উধাও। এদিকে এই মামলায় এও অভিযোগ করা হয়েছে, দু'বছর আগে মেট্রোর প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়র বিজ্ঞপ্তি জারি করেন, মেট্রোর কোনও পরিকাঠামো বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। অথচ এখন মেট্রোর স্তম্ভ থেকে যে কোনও পরিকাঠামো জুড়ে বেআইনি বিজ্ঞাপন লাগানো হচ্ছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে কলকাতা শহরে কিউআর কোড সিস্টেম ব্যবহার করে বেআইনি বিজ্ঞাপন চিহ্নিত করা যায়।

ভারী না হলেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে দক্ষিণে, দুর্যোগ উত্তরেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আপাতত নিম্নচাপ অবস্থান করছে পূর্ব মধ্যপ্রদেশে। এদিকে মৌসুমি অক্ষরেখা ওড়িশার চাঁদবালি হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত যা বিস্তৃত। একটি অক্ষরেখা আরব সাগর থেকে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের উপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ফলে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে এর জেরে তাপমাত্রা বাড়বে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে সঙ্গে অনুভূত হবে গরম ও অস্বস্তিও। তবে পুজোর মুখেও আবহাওয়া নিয়ে খুব একটা যে স্বস্তির খবর শোনাতে পারছে না আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর তা মোটেই নয়। বরং আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বৃষ্টি চলবে। কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে রয়েছে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উইকেন্ডে। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবার থেকে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।

এদিকে শুক্রবার দিনভর ছিল মেঘলা আকাশ, কখনও আংশিক মেঘলা। সঙ্গে ছিল আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি মিলেছে ঠিকই তবে যে সব জায়গায় বৃষ্টি হয়নি সেখানে অনুভূত হয়েছে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আলিপুরের

তরফ থেকে পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে, ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলতে পারে। ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

কলকাতায় শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এদিকে বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৭ ডিগ্রি থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে ১০.২ মিলিমিটার।

সম্পাদকীয়

নির্বিচারে অপরিকল্পিত উন্নয়ন, কড়া বার্তা এবার শীর্ষ আদালতের

নির্বিচারে উন্নয়নের ঠেলাতেই নেমে আসছে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়! আরও স্পষ্ট করে বললে, অপরিকল্পিত, অবৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও সচেতনতার অভাবেই বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে মানুষ। বিপুল ক্ষতির মুখে পড়ছে দেশ। কিন্তু তারপরও হুঁশ নেই মানুষের। উদাসীন প্রশাসন। ফলে নিয়ম করে প্রতিবছরই বিপর্যয়ের শিকার হতে হচ্ছে। হিমাচল প্রদেশ থেকে উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাব। প্রবল বৃষ্টি, একের পর এক ভূমিধস, হড়পা বান, বন্যা--সব মিলিয়ে চরম বিপদে লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিপন্ন জীবন ও জীবীকা। কিন্তু, কেন বারবার আছড়ে পড়ছে প্রকৃতির রোষ? এ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, নির্বিচারে ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন, কানুনের তোয়াক্কা না করে গাছ কেটে ফেলার জেরেই এই বিপত্তি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চের এমনই মত। ওই শুনানিতে খুব কড়া ভাবে উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। এটুকু বলেই থেমে যায়নি আদালত। বেআইনি ভাবে দেদার গাছ কাটা নিয়ে পরিবেশ, অরণ্য ও আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রক, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়া-কেও নোটিস ধরিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেন, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীরজুড়ে অভূতপূর্ব ভূমিধস ও বন্যা হচ্ছে। বন্যায় জলের সঙ্গে গাছের মোটা মোটা গুঁড়িও ভেসে আসছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, বেআইনিভাবে নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলার জন্যই এই সমস্যা। পুরোটাই অপরিকল্পিত উন্নয়ন। এর জেরে ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের। অবিলম্বে এই প্রবণতায় রাশ টানতে না পারলে সমূহ বিপদ। সেই জন্যই ওই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব সরকারকেও নোটিস দেওয়া হয়েছে। নোটিসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের সদুত্তর দিতে বলা হয়েছে। এখন দেখার সুপ্রিম কোর্টের নোটিস পাওয়ার পর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির হুঁশ ফেরে কিনা।

শব্দবাণ-৩৮০

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. আদালতে বিচারকের বিশ্রামের ঘর ৪. দস্তখত, স্বাক্ষর ৫. রত্নপ্রসবিনী ৭. কথার মাত্রারূপে ব্যবহৃত অর্থহীন শব্দ ৯. কীট ১১. বন্ধকি দলিল।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আবেদনকারী, প্রার্থী ২. পদ্যসাহিত্য ৩. পাজি, বদমাশ ৬. সূত্রের বা নিয়মের আকারে ৮. ভূসম্পত্তি ১০. মনে করো — বিদেশ ঘুরে।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৭৯

পাশাপাশি: ১. জবাবদিহি ৩. গমন ৫. মহলা ৭. নোকর ৮. রহস ১০.পরিনির্বাণ।

উপর-নীচ: ১. জখম ২. দিনমজুর ৩. গছানো ৪. নজরদারি ৬. লালস ৯. হরণ।

জন্মদিন

আজকের দিন

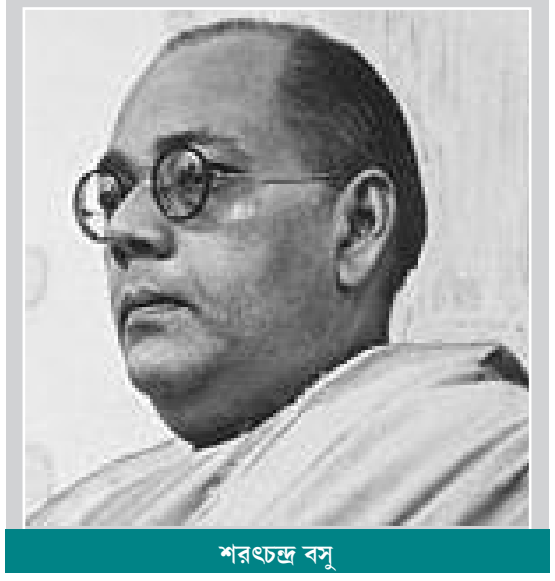

শরৎচন্দ্র বসু

১৮৮৯ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শরৎচন্দ্র বসুর জন্মদিন।*
১৯৪৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক রাকেশ রোশনের জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দেবাং গান্ধির জন্মদিন।*

অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রর স্মৃতি

অশোক সেনগুপ্ত

‘বাংলার অতীত থাকলেও ‘ইতিহাস’ নেই, অর্থাৎ পাশ্চাত্য অর্থে ‘ইতিহাস’ নামক ভাষার ও হেতু-পরম্পরার এক বিশেষ রীতি মেনে গড়া বৃত্তান্তটি বাঙালির নেই। বাঙালির ইতিহাস লিখতে হবে’। এই মন্তব্য করেছিলেন স্বপন চক্রবর্তী। আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, এই ইতিহাস ‘যে বাঙালি, তাহাকেই লিখিতে হইবে।’*

জোড়াসাঁকোয় যেভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এলগিন রোডে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আমরা যেভাবে পেয়েছি, সেভাবে কি কলকাতায় সমগ্র শরৎচন্দ্রকে একটা আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় সংগ্রহশালায় পেতে পারি না? শরৎ সমিতির সম্পাদক ডঃ শ্যামল কুমার বসু। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্ত এই সমিতির সঙ্গে। দু’দশক ধরে আছেন সমিতির সম্পাদক হিসাবে। আক্ষেপ করে বললেন, ‘শরৎচন্দ্রের মোটরগাড়ি আমরা রাখতে পারিনি। হাওড়ার বাজেশিবপুরের সেই বাড়িও আর নেই। অনেক নেইয়ের মাঝেও যে শরৎচন্দ্র আছেন, সেটাকেও পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা হিসাবে আগ্রহীদের কাছে কিছু কারণে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে না।’

কী কী আছে অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে? তাঁর খাট, আরামকেদারা, হ্যাট, চশমা, রোদচশমা, কলম, কিছু মানপত্র, তাঁর হোমিওপ্যাথির বাক্স, দূরবীন, দাঁতদানি, ১০১-১ ক্লাইভ রোড ঠিকানার তৎকালীন লয়েডস ব্যাঙ্কের পাসবই প্রভৃতি। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছে হয়েছিল বিলেত যাওয়ার। পাসপোর্ট করালেন। সেই পাসপোর্ট আছে।

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোডে কথাশিল্পীর বাড়ির দোতলায় তিনটি ঘর নিয়ে তৈরি এই সংগ্রহশালার একটিতে আছে তাঁর ব্যবহৃত খাট, চেয়ার ও হ্যাট-ধারক। পাশের ঘরে আরামকেদারায় বিশ্রামরত শরৎচন্দ্র, কাছেই অনুগত পোষ্য ভেলু। তৃতীয় বড় ঘরে কাঁচের শোকেসে তালাবন্ধ নানা স্মারক। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, সাড়ে তিন ফুট চওড়া তিনটি এবং দুই বাই দেড় ফুটের ৮টি শো কেস।

এ ছাড়াও তৃতীয় এই ঘরে বইয়ের সাতটি স্ট্যাক; প্রতিটিতে ছটি তাক। প্রতি তাকে কমবেশি পাঁচটি বই। আছে কিছু বাঁধানো ছবি। যার অন্যতম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এসেছিলেন এই বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বড় বাঁধানো ছবিটি নিচে সভাকক্ষের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে আরও একাধিক ছবির সঙ্গে।

শোকেসে রাখা নানা দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে ১৯৩৫-এর ২০ জানুয়ারি যশোহরবাসীদের দেওয়া, বাংলা ১৩৩৫-এর ৩১ ভাদ্র ভাগলপুর থেকে পাওয়া, ১৩৩৯-এর ২ আশ্বিন পাইকপাড়া রাজবাড়ির বিমলচন্দ্র সিংহর দেওয়া, ১৩৪৩-এর ১৮ আশ্বিন শিলংপ্রবাসী বাঙালিদের দেওয়া মানপত্র। আছে শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের লেখা আশীর্বানী। একটি পুরনো টেলিফোনও আছে। তবে, সমিতির সম্পাদক শ্যামল কুমার বসুর কথায়, ‘শরৎচন্দ্রের সময়কালে ফোন তুলে এক্সচেঞ্জে নম্বর জানিয়ে যোগসূত্র পেতে হতো। আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে ফোন করা যেত না। ওই ফোনটি পুরনো হলেও শরৎচন্দ্রের নয়। তাও রাখা হয়েছে পরিবারের কাছ থেকে সংগৃহিত বলে।’

বইয়ের সাতটি স্ট্যাকের একটিতে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত শরৎ-সম্ভার। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র নেই। সমিতির সভাপতি ডঃ রামকুমার মুখোপাধ্যায় জানান, ‘আমরা সেগুলোর পৃথক সংকলন করার চেষ্টা করছি’।

সমিতির সম্পাদক বলেন, তবহু কষ্ট করে ‘পথের দাবি’-র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের পর সেটি মাইক্রোফিল্ম করে সংরক্ষিত করা গিয়েছে। শরৎচন্দ্রের বইয়ের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের কাছে কথাশিল্পীর পাণ্ডুলিপি পাইনি। ‘পথের দাবি’-র প্রকাশনা নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল বলে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি নিজে সেটি প্রকাশ করবেন। খবর পেলাম আশুতোষ কালেকশনের অঙ্গ হয়ে সেটি চলে গিয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগারে। চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে গ্রন্থাগারের তৎকালীন অধিকর্তা ডঃ সুধেন্দু মণ্ডলের কাছে গেলাম। আমরা একসঙ্গে উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়তাম। সেটি মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হলো। শরৎচন্দ্রের পাওয়া ‘জগত্তারিনী স্বর্ণপদক’-এর হদিশ মেলেনি। শ্যামল কুমার বসু এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘আমরা বৌবাজারে পি সি চন্দ্র জুয়েলার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেটির সোনার তৈরি প্রতিলিপি বানালাম ২০০১ নাগাদ।’ সমিতির অফিসে তাঁর ঘরে আলমারি থেকে বার করে সেটি এবং প্রতি বছর শরৎ সমিতির দেওয়া বিশেষ স্মারক দেখালেন। এই সব পদক তো দূরের কথা, শরৎচন্দ্রের উল্লেখিত সামগ্রিগুলোও ইচ্ছে হলে দেখা বা দেখানোর সুযোগ আগ্রহীরা পাবেন না। কেন? শ্যামলবাবু বলেন, ‘সমিতির সেই পরিকাঠামো নেই। শান্তিনিকেতন থেকে নোবেল পুরস্কার চুরি হয়ে গেল। তা উদ্ধার করা যায়নি’।

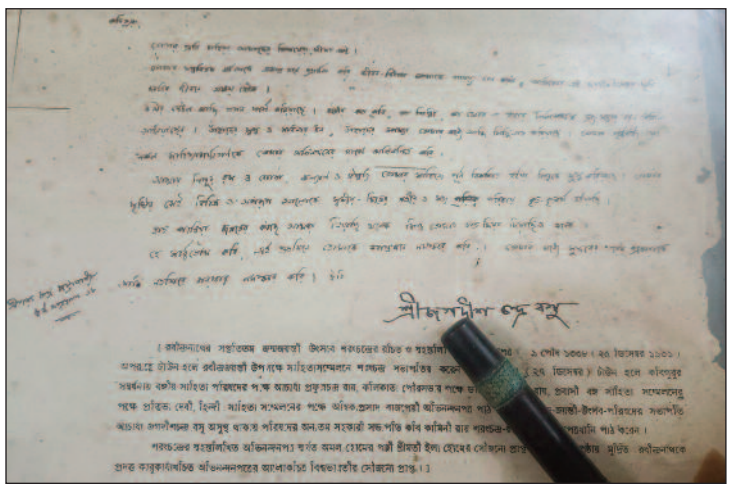

শ্যামলবাবু বলেন, ‘পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা করতে আরও গোছানো দরকার। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর বলেছে সি সি ক্যামেরা বসাতে। দৈনিক, সারা দিন খোলা রাখতে গাইড, নির্ভরযোগ্য রক্ষী দরকার। চেষ্টা করছি সীমিত সাধ্যের মধ্যে যতটা সম্ভব এই সংগ্রহ আরও আকর্ষণীয় করার।’ ডঃ রামকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘শরৎচন্দ্রের জন্মের সার্ধশতবর্ষে শরৎ সমিতি বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কয়েকটি আলোচনাসভা ও বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা, ইংরেজি এবং বাংলাতে একটি করে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সংকলন প্রকাশ করা, বক্তৃতাগুলির সংকলন প্রকাশ করা ইত্যাদি।

বাংলায় সিপিএম কেন জিরো, কারণ ওদের ঔদ্ধত্য আকাশসম — কুর্নিশ হুলিগানইজম

শুভজিৎ বসাক

অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের হুলিগানইজম ব্যান্ডের সম্প্রতি পরিবেশিত গানের ভিডিওটি দেখে বেশ চমকপ্রদ লাগল। সেখানে রাজ্যের শাসক দল, বিরোধী দল সহ এককালীন শাসক হয়েও আজ অত্যন্ত পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া রাজনৈতিক দলের তথাকথিত নেতৃত্ব সহ বলিয়ে কিছু নেতাদের কথাও উঠে এসেছে, উঠে এসেছে প্রযুক্তিগত আর্টিফিসিয়াল টেকনোলজির কথাও, উঠে এসেছে মানুষের ভালো লাগা এবং ভালো না লাগার কথা, উঠে এসেছে মন ভালো করা গানের চিমটি।

বাংলায় এমন পরিবেশনা প্রথম নয়, কিন্তু তাতে রাজনৈতিক শাসক দলকেই সবসময়ে কাঠগড়ায় তুলে নিজেদের ধোয়া তুলসী পাতা সাজার কাজটাই অনবরত হয়েছে, মানুষ প্রথমে গ্রহণ করলেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কাছে আর কিছুই গোপনীয় নয় তাই তাদের সাধুমার্কা মুখোশটা খুলে গিয়েছে আর ততই হয়েছে তীব্রতর আক্রমণ। মানুষ তাদের গোল্লায় পরিণত করেছে কারণ তারা আত্মসমীক্ষা কম, নিন্দা করে বেশি।

শাসক দলকেও তুষ্ট রাখতে অনেকেই তোষামোদকারী কাজ করেছে বা করে, সেখানেও যে স্বার্থান্বেষী ভাবনা কম নয় শীর্ষ নেতৃত্ব তা অনুভব করে দূরত্ব বজায় রেখেছে তাদের থেকে, এরা মানুষকে কিছুই ফেরত দেওয়ার ভাবনা রাখে না। রাজনীতি জোকারদের জন্য নয় স্পষ্ট বার্তা গিয়েছে তাদের কাছে।

কেন্দ্রীয় শাসক দল বিগত দশ বছরে দেশকে উপহার দিয়েছে বেকারত্ব, যুদ্ধ, মূল্যবৃদ্ধি আর ধর্মীয় উস্কানি যার মধ্যে নতুন সংযোজন খুঁজে খুঁজে বহিরাগত বের করা আর তাতেই নাকি মিলবে নতুন ভারতের সন্ধান! এসব কার্যকলাপে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে পেটের ক্ষিদে মেটানোর মত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে আড়াল করে কেন্দ্রীয় শাসকদল গদি আঁকড়ে ধরেছে।

শুধু কি তাই? দেশে এককালীন শাসক দলের বহু নেতৃত্ব চুরি করে বেগতিক বুঝে নাম লিখিয়েছে শাসক দলে আর তাতেই মাফ হয়েছে তাদের সব অপরাধ আর যে টাকা, সম্পদ চুরি হয়েছে সেগুলো ছিল সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ অর্থাৎ চোরের ওপর বাটপারি করে কেন্দ্রের শাসক দল চলার সময়ে সেই ভুল দেখানোয় দলের ফায়দা বুঝে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কালিমালিপ্ত করে বর্ষীয়ান নেতাদের।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সমাজব্যবস্থা, কর্মসংস্থান আসছে, মানুষ যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে আর হারিয়ে যাচ্ছে সাধারণ বোধবুদ্ধি, হারিয়ে যাচ্ছে আবেগ, হারিয়ে যাচ্ছে অনুভব, মানুষ নিজেকে ব্যবসায়িক প্রসারে পরিণত করছে। কিছুদিন আগে কোনও এক নেতা বলেছেন যে প্রতি ভারতীয় পরিবারে তিনজন করে সন্তান জন্ম দেওয়া প্রয়োজন, প্রশ্ন উঠে আসেনি যে যেখানে এখনও প্রযুক্তি নবাগত আর তাতেই মানুষের কাজ নেই, উন্নততর তার পদার্পণে এত ভারতীয় তখন কি করবে? তারা যদি বিদেশেও যায় কোমরে দড়ি পরিয়ে দেশের মাটিতে পাঠানো হয়, রাষ্ট্রনেতারা থাকেন নির্বাক, যেন কিছুই হয়নি! তাহলে এত মানুষের ভবিষ্যত ঠিক কি- নেই তার সদুত্তর! ভারতবর্ষ বেকারত্বের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে আত্মসমীক্ষাহীন ভবিষ্যতের দিকে, মানুষের গজিয়ে উঠবে না মানবিক ভাবনা, মানুষ পশুর মতো নিজেকে ব্যবহার করবে বা করতে দেবে সে বিছানায় হোক আর সামাজিক পরিসরে, রোবট আবেগ বোঝে না।

অতএব সেখান থেকে দাঁড়িয়ে অনির্বাণের হুলিগানইজম প্রদর্শিত সদ্য অনুষ্ঠানটি গানের চিমটি হলেও বাদ্যযন্ত্র, গানের কলিতে আর বুলিতে বাস্তবিক রাজনৈতিক মর্মস্পর্শী দিককে তুলে ধরেছে। কোন মসজিদের তলায় কি মন্দির আর কোন মন্দিরের তলায় কার সমাধি আছে এটা পেটের ক্ষিদে মেটাবে না তার স্পষ্ট বার্তা মজারু গানের মারফৎ তুলে ধরা হয়েছে। গানের রূপক ছিল- বাংলায় সিপিএম কেন জিরো, কারণ ওর কুকুরের নাম হিরো! পাশবিক মনোবৃত্তি পুষে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করতে থাকলে এককালীন শাসক হয়েও ভবিষ্যতে সে অত্যন্ত পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে তার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত এই দলটি আর তার মত ভাবাবেগ নিয়ে চলা সবারই এই দশাই মানুষ উপহারে দেবে যার বাস্তবিক ধারণা এতে ভরে রেখে দেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা প্রায় সবাই প্রদর্শিত অনুষ্ঠানটিকে মজার ছলে উপভোগ করতে রং-রাজনীতি ভুলে প্রশংসায় ভরিয়েছে, এমন উন্মুক্ত ভাবধারার পীঠ সম্ভবত বাংলাতেই সম্ভব হুলিগানইজম দেখিয়ে গেল- কুর্নিশ রইল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সমাজ সংস্কারের শিক্ষক স্বপন বাউলকে 'আদর্শ শিক্ষক' সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শিক্ষকরা সমাজের মেরুদণ্ড, শিক্ষক সমাজ গড়ার কারিগর, মানুষ গড়ার কারিগর। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী খাজা আনোয়ার বেড়ে পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে শিক্ষক দিবসে সম্মানিত করা হল। ২০২৫ বর্ষে সমাজ সংস্কারের শিক্ষক রূপে জাতীয় শিক্ষক দিবসে গোদা পূর্ব বর্ধমানের বেঙ্গল ফেথ হাসপাতাল এস.আই.এম.এস. সচেতনতার অনুষ্ঠানের ক্যাম্পে, আদর্শ শিক্ষক সম্মান দেওয়া হলো। উত্তরীয় ও পুষ্প স্তবক, মানপত্র তুলে দেওয়া হলো রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন

দত্ত বাউলের হাতে। ডা. সৌমেন সিংহ রায় ও মিস্টার মিসাইল দত্ত সিনিয়ার কো অডিনেটর এস.আই.এম.এস. নার্স ও চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে এই সম্মান প্রদান করা হয় শিল্পিকে। প্রসঙ্গত, স্বপন বাউল নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে সমাজ সচেতন, কুসংস্কার, কুপ্রথা দূরীকরণ, দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তায় একজন সমাজ সংস্কারের শিক্ষক রূপে প্রশংসিত। এছাড়া দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে উনি গৃহশিক্ষক, মধুমিতা বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষকতা করেছেন। পাশাপাশি বহুমুখী প্রতিভাবান শিল্পকলা যেমন ছবি আঁকা, হস্ত শিল্প, তবলা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, যাদুকলা প্রভৃতি নিঃস্বার্থভাবে অসংখ্য গরিব, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় আলোকিত করে তুলেছেন। বেঙ্গল ফেথ-এর তরফে চিকিৎসক সৌমেন সিংহ রায় বলেন, 'সমাজ সংস্কারের শিক্ষক স্বপন দত্ত বাউলকে আদর্শ শিক্ষক সম্মানে সম্মানিত করতে পেরে আমারও গর্বিত ও আনন্দিত।'

সমাজ গড়ার অবদানের জন্য প্রধান শিক্ষককে সম্মান প্রদান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারা দেশ জুড়ে ৫ সেপ্টেম্বর দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল শিক্ষক দিবস। হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়েও একই ছবি। এবছর আরামবাগ থানার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষকদের সম্মান জানানো হয়। শিক্ষক দিবসের বিশেষ মুহূর্তে দক্ষিণ রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অসিত চক্রবর্তীকে সম্মান জানালেন আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং। ফুলের তোড়া ও মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। জানা গেছে, বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে তৎকালীন সময়ে তাঁর অবদান ছিল অনন্য। তাঁর নেতৃত্বে স্কুলে নতুন ক্লাসরুম নির্মিত হয় এবং খেলার মাঠে গ্যালারি নির্মাণের কাজও তিনি নিজে তদারকি করে সম্পন্ন করেছিলেন। এই জন্য আরামবাগ থানার পক্ষ থেকে আইসি রাকেশ সিং ওনাকে সম্মান জানান। এই সম্মান গ্রহণ করে আপ্লুত ওই শিক্ষক। তিনি সমাজ গড়ার কারিগর হিসাবে কাজ করেছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎতের জন্য চেষ্টা করেছেন বলে জানান। সবমিলিয়ে ওই এলাকায় অসিতবাবু একজন গুণী শিক্ষক হিসাবে পরিচিত। এই রকম এক শিক্ষক থানার পক্ষ থেকে শিক্ষক দিবসে সম্মানিত করায় খুশি এলাকার মানুষ।

রাজ্যের 'শিক্ষা রত্ন' সম্মান পেলেন বাঁকুড়ার 'ছাত্র দরদি' শিক্ষক রক্তিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্য সরকারের তরফে চলতি বছরে 'শিক্ষা রত্ন' সম্মানে সম্মানিত হলেন ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত জেলার অন্যতম প্রথম শারীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ইংরাজি বিভাগের শিক্ষক রক্তিম মুখার্জী। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন। আদিবাড়ি বর্ধমানের গুসকরায় হলেও ঝাড়খণ্ডের মাইথনে জন্ম রক্তিম মুখার্জীর। বাবা ডিভিসি-র পাঞ্চেতের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ছোটো থেকেই অত্যন্ত মেধাবী রক্তিম মুখার্জী। মাইথনের আইসিএসসি-র ইংরাজিমাধ্যম ডি. নোবিলি থেকে পড়াশোনার পাঠ শেষ করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হন। আরও পরে বিশ্বভারতী বিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন তিনি। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে জেলা স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই 'ছাত্র দরদি' হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা তৈরি হয় তাঁর। গ্রামের বাড়িতে বাবা-মা থাকলেও বর্তমানে কর্মসূত্রে শহরের প্রতাপবাগানের কোয়ার্টারে স্ত্রী ও দশম শ্রেণির পড়ুয়া একমাত্র সন্তানকে নিয়ে থাকছেন তিনি। 'শিক্ষারত্ন' সম্মানে সম্মানিত শিক্ষক রক্তিম মুখার্জী বলেন, 'আমি সত্যিই আপ্লুত। এই সম্মান প্রাপ্তির পর আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।' শিক্ষক রক্তিম মুখার্জীর স্ত্রী বর্ণালী মুখার্জী বলেন, 'আজ আমরা ভাষাহীন। উনি সবসময় ছাত্রদের প্রথম প্রাধ্যান্য দিয়ে এসেছেন। আর আজকের এই দিনটা সত্যিই আনন্দের। সব ছাত্রছাত্রীই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক সেটাই চাই।'

সুনীতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লি.

রেজি. অফিস : ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২
কর্পো অফিস : ৩২৪এ, ৪র্থ তল, আগরওয়াল প্লাজা, সেক্টর-১৪, রোহিণী, দিল্লি-১১০০৮৫
CIN :L65925WB1983PLC035697, **ওয়েবসাইট :** www.sunitabonds.com
ইমেল : sbhlplc@gmail.com **যোগাযোগ নং :** +৯১-৯৩১৯১২৫১১৮

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বই বন্ধের তারিখ সম্পর্কিত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স সুনিতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড (''কোম্পানি'') এর সদস্যদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মঙ্গলবার দুপুর ২টায় (আইএসটি), ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২ ('দি মিটিং') অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সাধারণ ও বিশেষ কার্যাদি সম্পাদন করা হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') কর্তৃক জারি করা পূর্ববর্তী সাধারণ সার্কুলার এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে।
উপরোক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালা অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন (''বার্ষিক প্রতিবেদন'') এবং বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত। ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের বাস্তব কপি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যারা এটির জন্য অনুরোধ করবেন।
অধিকন্তু, সেবি তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৩৬(১)(বি) অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য ওয়েব-লিঙ্ক এবং কিআর কোড প্রদানকারী একটি চিঠি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যারা তাদের নিজ নিজ ডিপি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') অর্থাৎ **মেসার্স স্কাইলাইন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের** কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।
কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (''ই-ভোটিং'') সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন (''রিমোট ই-ভোটিং'')। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সংস্থা হিসাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (সিডিএসএল) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে
ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত যোগাযোগ, সভা আহ্বানের নোটিশের একটি অনুলিপি সহ, সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। ই-ভোটিং এর জন্য যোগাযোগের আনুষ্ঠানিকতা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sunitabonds.com এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে।
রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শনিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫টায় শেষ হবে। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট এ-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
যে ব্যক্তি, যার নাম সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে নির্ধারিত তারিখে, অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রদর্শিত হবে, তিনিই কেবল সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং/ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
সভার নোটিশ প্রেরণের পরে এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী যে কোনও ব্যক্তি helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি সভার নোটিশেও দেওয়া আছে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যদি সদস্যরা ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এ ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন : যেসব সদস্য এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে এবং ভৌত আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য স্কাইলাইন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (''আরটিএ'') এর সাথে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বই বন্ধ : আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে আইনের ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে, ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধক এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সুনিতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনুপ কুমার পান্ডে
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

মেজাজ হারালেন সাংসদ খগেন মুর্মু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দলের পুরনো একটি গোলমালের ঘটনায় এলাকার একজন নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে থানায় ঢুকে রীতিমতো মেজাজ হারালেন উত্তর মালদার বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু। শুক্রবার বিকেলে চাঁচোল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই তাঁর দেখা না পেয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন বিজেপি সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, মূল অপরাধীদের আড়ালে রেখে অন্যায়ভাবে দলের স্থানীয় এলাকার এক নেতা-সহ পাঁচজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে চাঁচোল থানার পুলিশ। যারা আক্রান্ত হন, তাঁদেরকেই পরিকল্পনা করে চাঁচোল থানার আইসির মদতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর যারা হামলা চালায় তারাই প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ঘটনার পর এদিন আইসির সঙ্গে দেখা করতে আসলে তিনি দেখা করতে চান নি। বারবার ফোন করা হলেও, ফোন কেটে দেন আইসি। এরপরই থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে সাংসদ ধর্নায় বসে পড়েন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই চাঁচলের আশ্রমপাড়া এলাকায় বিজেপির দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক গোলমাল ও সংঘর্ষ বাঁধে। আর এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্য প্রসেনজিৎ শর্মাকে গ্রেপ্তার করে চাঁচল থানার পুলিশ। অথচ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ কোনওরকমই ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ বিজেপি সাংসদদের। আর এই ঘটনার পর কার্যত পুলিশের ভূমিকা নিয়েই এদিন বিজেপি সাংসদ রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যদিও এপ্রসঙ্গে চাঁচোল থানার পুলিশের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সাংবাদিকের ওপর হামলায় শাসককে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি অভিযোগ ওঠে বর্ধমানের সাংবাদিক শেখ ইমতেয়াজ শাসক দলের দুর্নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর প্রকাশ করায় খোকন দাসের নির্দেশে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা তাঁর খাগড়াগড়ের বাড়িতে হামলা চালায়, ঘরবাড়ি, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। শুক্রবার সাংবাদিক নিগ্রহ প্রসঙ্গে গর্জে ওঠেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, 'পশ্চিমবঙ্গ এখন শাসকদলের দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য।' তাঁর দাবি, 'শাসকের বিরুদ্ধে সরব হলেই ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হামলা চলছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন ছোট ছোট ডিজিটাল, নিউজ পোর্টালের সাংবাদিকরা।' সম্প্রতি বর্ধমানের সাংবাদিক শেখ ইমতেয়াজ শাসকদলের দুর্নীতি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর প্রকাশ করায় খোকন দাসের নির্দেশে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা তাঁর খাগড়াগড়ের বাড়িতে হামলা চালায়, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করে। ইমতেয়াজ ও তাঁর পরিবার বাড়িতে না-থাকায় রক্ষা পান, কিন্তু পরে ফিরে এলে তাঁদের ব্যাপক মারধর ও খুনের হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি খবর সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকদেরও আক্রমণ করা হয়। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'এই সন্ত্রাসের শিরোমণি বিধায়কের জেলেই থাকা উচিত ছিল। আমি ইমতেয়াজের পরিবারের পাশে আছি ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবো।'

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মেমারি ক্রিয়েশন ডান্স সেন্টারের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের শোভাযাত্রা সহকারে নগর পরিক্রমা।

শিক্ষক দিবসে হতাশ শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শিক্ষক দিবস উপলক্ষে হুগলির উত্তরপাড়ায় জনপ্রিয় খেলাধূলা ও শরীর চর্চার শিক্ষক অলোক দে-কে সম্মান জনায় ছাত্রছাত্রীরা। সারাদিন ভোরবেলা থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করেন তিনি। বর্তমানে কলকাতার একটি স্কুলের গেম টিচার এবং ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর ২৯ ইঞ্চি বোর্ড কোচ এবং শিক্ষক। ২০০৫ সালে ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল তাঁকে ডেকে নিয়ে বাংলা দলের কোচের দায়িত্ব দেয়। তিনি বহু ছাত্রছাত্রীকে ক্যারাম খেলায় তৈরি করেছেন। কেউ ন্যাশনালে অংশ নিয়ে বাংলার হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। কেউ রানার্স হয়েছেন। কেউ আবার দ্বিতীয়, চতুর্থ হয়েছেন। তবে অলোকবাবু জানান, 'ছাত্রছাত্রীরা ক্যারাম খেলায় নাম উজ্জ্বল করেছে বাংলার। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আগের দিনের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের খুব সম্মান করতো, পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার জানাত। কিন্তু এখন যুগ বদলেছে। আমি বলব আগামী প্রজন্মদের, শিক্ষকদের কথা মনোযোগ দিয়ে যাতে শোনে, শিক্ষকদের সম্মান করে। ধৈর্য রাখতে হবে, মনোযোগ আনতে হবে।'

বর্ধমানে অস্ত্র-সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার পুলিশ অস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার তাকে কাটোয়া আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাটোয়ার কেশিয়া এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গুলি এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। ওই মামলার প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন জঙ্গল শেখ। ঘটনার পর থেকে সে পলাতক ছিল। সম্প্রতি তার ছেলে সাদ্দাম শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর সাদ্দামের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জঙ্গল শেখকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১১ দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হয়। জঙ্গল শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় বর্ধমানের বিজয়রাম এলাকার বাসিন্দা সুমন গাঙ্গুলীর নাম উঠে আসে। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে কাটোয়া থানার পুলিশ সুমন গাঙ্গুলীকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার সুমনকে কাটোয়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তার ১২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এই গ্রেপ্তারের ফলে কাটোয়ায় ২০২৩ সালের অস্ত্র মামলায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়ালো তিন।

হিন্দ ইলেক্ট্রিক্যালস অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নং : **U31909WB1958PLC023885**
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫ ক্লাইভ রো, ৪র্থতল, রুম নং ৭৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১
ইমেল ঠিকানা : **agarwalvarun999@Gmail.Com**

পোস্টাল ব্যালট ফলাফল

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১১০ তৎসহ পঠিত ২১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২২ অধীনে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকা বিমুক্তকরণের পোস্টাল ব্যালট (ভৌত আকারে এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে) শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদন ২০২১ সালের সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অব ইক্যুইটি শেয়ার)রেগুলেশনসের অধীনে এবং বিবেচনাধীন সংশোধনী মতে । ২৩ মে ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে নির্দিষ্ট এবং তৎসহ পঠিত বিশেষ প্রস্তাব এবং পর্যালোচনা প্রতিবেদন সংযুক্ত মতে।
শ্রী বরুণ আগরওয়াল- কোম্পানি ডিরেক্টর-পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার ফলাফল ঘোষণা করেছেন ২৮.০৬.২০২৫ তারিখের স্ক্রুটিনাইজার তৌশিফ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস- ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অধীনে নিযুক্ত মতে - দ্বারা দাখিল করা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে।
ভৌত এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে গৃহীত পোস্টাল ব্যালটের বিস্তারিত এবং ফলাফল নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	বিবরণ	শেয়ার সংখ্যা		
		প্রমোটার	সাধারণ	মোট
ক)	অনুমোদন সহ পোস্টাল ব্যালট - ভৌত আকারে :	৬০৪০০	২৭০০	৬৩১০০
খ)	অনুমোদন সহ পোস্টাল ব্যালট -বৈদ্যুতিন মাধ্যমে	০০	০০	০০
ক-খ)	ভৌত আকারে এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অনুমোদন সহ মোট পোস্টাল ব্যালট	৬০৪০০	২৭০০	৬৩১০০
গ)	বিরোধিতা সহ পোস্টাল ব্যালট -ভৌত আকারে	নেই	নেই	নেই
ঘ)	বিরোধিতা সহ পোস্টাল ব্যালট-বৈদ্যুতিন মাধ্যমে	নেই	নেই	নেই
গ-ঘ)	ভৌত আকারে এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিরোধিতা সহ মোট পোস্টাল ব্যালট	নেই	নেই	নেহ

দ্রষ্টব্য : ''পাবলিক শেয়ারহোল্ডারস'' এবং ''প্রমোটার শেয়ারহোল্ডারস'' শব্দবন্ধ এর একই অর্থ হিসেবে ২০২১ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অব ইক্যুইটি শেয়ারস) রেগুলেশনস এর সংস্থান অধীনে গণ্য করা হয়েছে।
সুতরাং, নোটিশে উল্লিখিত বিশেষ প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
তারিখ : ০২.০৭. ২০২৫ হিন্দ ইলেক্ট্রিক্যালস অ্যান্ড জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বা-
চেয়ারম্যান

কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: শুক্রবার দুপুরে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বরুন্দায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ডিউটি করার সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। এই ঘটনায় আরো এক পুলিশকর্মী গুরুতর জখম বলে জানা গিয়েছে। মৃতের নাম রামপদ মণ্ডল (৫৫)। জানা গিয়েছে, ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ডিউটি করছিলেন কনস্টেবল রামপদ মণ্ডল এবং এএসআই নিত্যানন্দ মালিক। গাড়িতে বসেছিলেন তাঁরা। পিছন থেকে একটি পিকআপ ভ্যান দ্রুত গতিতে এসে তাদের ধাক্কা মারে। ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করেছে বাগনান থানার পুলিশ। চালক পলাতক।

ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: আবারও খনি অঞ্চলে ইসিএল কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মাদারবুনি কোলিয়ারির খিলান ধাওড়া এলাকায়। মৃত খনি কর্মীর নাম কৈলাস চৌধুরী (৩৮)। তিনি মাদারবনি কোলিয়ারিতেই কর্মরত ছিলেন। খনি আবাসনেই স্ত্রী ও বছর বারোর কন্যা সন্তানের সঙ্গে থাকতেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দুঃখজনক ঘটনা সামনে আসে। নিজের আবাসনেই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় কৈলাস চৌধুরীর মৃতদেহ। লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। মৃতের স্ত্রী জানান, শারীরিক সমস্যার জন্য তার ওষুধ চলছিল। কিছুদিন ধরে তিনি ওষুধ খাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে।

সংকটে মৃৎশিল্পীরা, চাইছেন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ

সুমন তালুকদার

বসিরহাট: সংকটে মৃৎশিল্পীরা। বেড়েছে কাঁচামালের দাম। এটেল মাটির অভাব বাড়ছে। প্রতিমা তৈরির মাটি কিনতে হচ্ছে চড়া দামে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্থিক আনুকূল্যে বেড়েছে দুর্গা পুজোর সংখ্যা। অথচ প্রতিমা তৈরির সঠিক দাম না পাওয়ায় ধুঁকছে মৃৎশিল্পীরা। মৃৎশিল্পীরা চাইছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের। শুরু হয়ে গিয়েছে শারদোৎসবের আবহ। উমার আগমনীর সুরও ক্রমশ ধ্বনিত হচ্ছে আপামর মানুষের মনে। কিছুটা হলেও বাদ সাজছে প্রকৃতি। আকাশে বাতাসে শারদোৎসবের সুরের সঙ্গে ব্যস্ততা বাড়েছে মৃৎশিল্পীদের। ব্যস্ততা বাড়লেও মুখে হাসি নেই বসিরহাটের মাটির প্রতিমা শিল্পীদের। প্রতিমা তৈরি করাই এবার তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছে কঠিন। বসিরহাটের কুমারপাড়াগুলিতে ঘুরলে উঠে আসবে একাধিক কারণ। মৃৎশিল্পীরা জীবিকার টানে প্রতিমা গড়ার কাজ ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যেতে চাইছেন। প্রধান কারণ প্রতিমা তৈরির খরচ বৃদ্ধি, কাঁচামালের অভাব, কম মজুরি এবং শিল্পীর প্রতি সমাজের উদাসীনতা। এমনই সমস্যার ফলে নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই পেশায় আসছেন না। যা এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। জিনিসের দাম অনেকটা বেড়েছে। এক মাস আগে এক বান্ডিল সুতলি দঁড়ির দাম ছিল ২২০০ টাকা, তা এখন মিলছে ৩৩০০ টাকা। গত বছর নদী থেকে

মাটি আনতে খরচ পড়তো ১২ হাজার টাকা, এ বার লাগছে প্রায় ১৮ হাজার টাকা। বসিরহাটের মূর্তি-শিল্পীরা সচরাচর ইছামতির চর থেকে মাটি আনতেন। সেখানেও তৈরি হয়েছে জটিলতা। ফলে তারা বাঁধা পাচ্ছেন। বাঁধার কারণে তাঁরা সহজে মাটি আনতে পারছেন না। নদী থেকে মাটি তোলার বৈধ নথিপত্র না থাকায় এই জটিলতা তৈরি হয়েছে। বাধ্য হয়ে তাঁরা নদীর পাড়ের বিভিন্ন বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চড়া দামে মাটি নিয়ে আসেন। অথচ যারা মূর্তি তৈরির বরাত দিতে আসছেন, তাঁরা বেশি দাম দিতে নারাজ। বসিরহাটের প্রবীণ মৃৎশিল্পী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'পুজো উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাবগুলির আর্থিক অনুদানের মাত্রা বাড়িয়েছেন। ফলে পুজোর সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে প্রতিমা তৈরির বরাত। কিন্তু প্রতিমা তৈরির মাটিই অভাব ও অতিরিক্ত দামের কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান আমাদের বিষয়টা নিয়ে যদি চিন্তা করেন তবে আমাদের খুব সুবিধা হতো। অন্যান্য বছর যেখানে আমরা ২০ থেকে ২৫ টা করে দুর্গা প্রতিমা গড়ার অর্ডার নিতাম। মাটির কারণে তা এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১০ থেকে ১৫ টায়।' শুধুমাত্র মাটি নয় এক কাহন খড়ের দাম ছিল ৯০০ টাকা, বেড়ে হয়েছে ১৭০০ টাকা। অপর এক মৃৎশিল্পী বলেন, 'কর্মী পাওয়াই এখন দুষ্কর হয়ে গিয়েছে। আগে এক মরসুম কাজ করলে তাঁরা ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা পেতেন। এত কম টাকায় তাঁদের সংসার চলে না। তাই তারা ভিন রাজ্যে অন্য কাজে চলে যাচ্ছে।' পরিস্থিতি সামাল দিতে এখানকার শিল্পীরা এবার দুর্গার চেয়ে বিশ্বকর্মার মূর্তি তৈরির দিকে ঝুঁকেছেন। দুর্গার বহর বড় হওয়ায় তাঁকে রাখাও সমস্যা। সেই পর্যাপ্ত জায়গা নেই। প্রবীণ মৃৎশিল্পীরা বলছেন, 'অবস্থা এমন হয়েছে যে, নতুন প্রজন্ম এই পেশায় আসতেই চাইছে না। মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের জন্যও সহায়তার হাত বাড়াতেন তবে খুব ভালো হতো।' বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডা. সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিগত ১০ বছরে বাংলা জুড়ে ৩৩ শতাংশ পুজো বেড়েছে। শুধুমাত্র বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় নতুন ৩৫টি পুজো হচ্ছে। আগে সারা বাংলা জুড়ে পুজোর বাজেট হতো ৩০ হাজার কোটি টাকা। তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫-৮০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ পুজো কেন্দ্রীক বাংলার যে অর্থনীতি তা অনেকটাই চাঙ্গা হয়েছে। এতো বিপুল পরিমাণে পুজো বেড়ে যাওয়ায় স্বভাবতই মৃৎশিল্পীরাও তার থেকে বঞ্চিত হবেন না। তারাও আরও বেশি প্রতিমা তৈরি করার অর্ডার পাচ্ছেন। শুধু পরিকাঠামোগত কিছু পরিবর্তন করকেই সমস্যার মূল উপড়ে ফেলা যাবে।' নদীর মাটির বিষয় নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক সংশ্লিষ্ট দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

মহর্ষি কমার্স লিমিটেড

রেজি. অফিস : ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
CIN : U74140WB1983PLC223632
ফোন : ০১১-৪১৫০১৯৯৫, ইমেল : finance@vpgrp.in

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টায়, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর বিধান অনুসারে, সংশোধিত এসএস-২ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুযোগ প্রদান করছে এবং সদস্যরা সভার স্থান (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যতীত অন্য স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য, ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ, সভার নোটিশের কপি এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সদস্যদের কাছে অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে।
সভার এই যোগাযোগ এবং বিজ্ঞপ্তি সিডিএসএলের ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে।
কোম্পানিটি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল') এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০ টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না।
যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে থাকবে, কেবল তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি সভায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।
নোটিশ/ইমেল পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়ে ওঠা এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী বিনিয়োগকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা লিখিত/ইমেল ঠিকানায় কোম্পানির ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং, ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ অথবা finance@vpgrp.in অথবা রেজিস্ট্রার অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রা. লি. ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭ (ইমেল আইডি nichetechpl@nichetechpl.com) (ফোন নম্বর ০৩৩ ২২৮০- ৬৬১৬/১৭/১৮, ফ্যাক্স ২২৮০-৬৬১৯) ঠিকানায় ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাদের ফোলিও-নং/ডিপি-আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে চিঠি পাঠাতে পারেন। যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও সভায় উপলব্ধ থাকবে এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং ইক্যুইটি শেয়ারের শেয়ার স্থানান্তর বই বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন :
রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট যেমন নিচ টেকনোলজিস প্রা. লি., ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭ ইমেল nichetechpl@nichetechpl.com, যোগাযোগ নম্বর ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬/১৭/১৮, ফ্যাক্স ২২৮০- ৬৬১৯।

বোর্ডের আদেশক্রমে
মহর্ষি কমার্স লিমিটেডের পক্ষে
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৫
স্বা/-
স্থান : কলকাতা বদ্রী প্রসাদ সান্থালিয়া
(ডিরেক্টর)
ডিন : ০১৮৬৫৮৯০

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN L01113WB1990PLC050020
রেজিস্টার্ড অফিস : ''ইকোস্টেশন'', ব্লক -বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫,
৬ষ্ঠতল, স্যুট নং ৫০৪, সল্ট লেক, কলকাতা : ৭০০০৯১
ফোন : (০৩৩) ২৩৬৭ ৫৫৫৫, ই-মেল : cs@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

রেকর্ড ডেটের পরিবর্তন

বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের ই-মেলের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবগত করা হয়েছে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইদ উপলক্ষে নির্ধারিত ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
সুতরাং আমরা মুনাফা বন্টনের জন্য ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রেকর্ড ডেট হিসেবে নির্ধারণ করেছিলাম, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পরিবর্তন করার অনুরোধ করা হয়।
উক্ত বিষয়ে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪২ অধীনে ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের রেকর্ড ডেট পরিবর্তন করে কোম্পানির সদস্যগণের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায়, যদি ঘোষণা করা হয়, মুনাফা প্রদানের জন্য রেকর্ড ডেট ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা স্নেহা গুপ্তা
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৫ কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ অধিকারিক

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN : L45201WB1996PLC077451
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com | **ইমেল :** info@dynamicarchistructures.com

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রিমোর্ট ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.০০ টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস, ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ পোলক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫ (''সেবি এলওডিআর রেগুলেশনস'') এর প্রযোজ্য বিধান মেনে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা হবে।
নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের সমাপ্তি কোম্পানি ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইমেলের মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে প্রেরণ করেছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত ছিল এবং শুক্রবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত শেয়ারধারী ছিল এবং যাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত ছিল না তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.dynamicarchistructures.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট **www.evoting@nsdl.co.in**-এও পাওয়া যাবে।
ই-ভোটিং আইনের ধারা ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ধারা, যা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪, এবং রেগুলেশন ৪৪ এবং সেবি (এলওডিআর) বিধি ২০১৫ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা (এসএস-২) এর অন্যান্য প্রযোজ্য নিয়মাবলীর সাথে পঠিত, সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায়গুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে এবং। বিস্তারিত নিম্নরূপ
১. রিমোট ই-ভোটিং শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং শেষ হবে সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টায়;
২. কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, ভৌত আকারে অথবা ডিমেটিরিয়ালাইজেশন আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন;
৩. রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এরপর ভোটদানের জন্য নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং রবিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টার পরে অনুমোদিত হবে না এবং সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, তিনি পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে বা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না;
৪. সদস্যদের ভোটাধিকার ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে;
৫. যেসব সদস্যের শেয়ার বাস্তবে আছে অথবা যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি অথবা কোম্পানি কর্তৃক ইলেকট্রনিকভাবে নোটিশ পাঠানোর পরেও যারা কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, সেই সদস্য evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-তে নিবন্ধিত থাকেন তবে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬. বার্ষিক সাধারণ সভাস্থলে ভোটদানের জন্য ব্যালট পেপার উপলব্ধ করা হবে। সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান/অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন/অভিযোগ/সহায়তার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর সাথে **evoting@nsdl.co.in**/ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com** ঠিকানায় সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্তের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
যেসব সদস্যের ইমেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত নয়, তারা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন বা আপডেট করার জন্য নীচের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন যাতে বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিশ ইত্যাদি সহ সমস্ত যোগাযোগ ইলেকট্রনিকভাবে পাওয়া যায় :
ক) যারা বাস্তবে শেয়ার ধারণকারী এবং যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা আপনার নাম, ইমেল-আইডি, ফোলিও নম্বর, ধারণকৃত শেয়ারের সংখ্যা, সার্টিফিকেট নম্বর, স্বতন্ত্র নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র পাঠিয়ে নিবন্ধন/আপডেট করুন, সাথে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডকে **mcssta2012@gmail.com** অথবা **mcssta@rediffmail.com** ঠিকানায় পাঠান।
খ) ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ইমেল ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন/আপডেট করুন।

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর পুনঃ নথিভুক্তিকরণের স্থানান্তর অনুরোধ এর বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/এমআইআরএসডি/এমআইআরএসডি-পিওডি/পি/সিআইআর/২০২৫/৯৭ তারিখ ২ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারকে অবগত করা হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থানান্তরিত শেয়ারসমূহ পুনর্নথিভুক্ত করণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিম্নোক্ত মতে কার্যকর থাকবে :

পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য সময়	৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।
স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তিকরণের অধিকারী	যে সকল শেয়ারহোল্ডারের স্থানান্তরিত শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট ১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে দাখিল হয়েছিল এবং নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্যভাবে খামতির জন্য বাতিল/ফেরত/ ব্যবস্থিত হয়নি।
স্থানান্তর অনুরোধ এর পুনর্নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া :	শেয়ারহোল্ডারগণকে মূল স্থানান্তর নথি, সংশোধিত বা উহ্য তথ্য দাখিল করতে হবে কোম্পানির আরটিএ, এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডের নিকট।

ডাক ঠিকানা	৩৮৩ লেক গার্ডেন্স, ২য়তল, কলকাতা - ৭০০০৪৫।
হেলফ লাইন নং	০৩৩-৪০৭২৪০৫১-৫৪।
কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে	ইমেল পাঠান -mcssta@rediffmail.com

স্থানান্তরের জন্য পুনর্নথিভুক্ত শেয়ারসমূহ কেবল ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে ইস্যু করা হবে।
ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ পরওয়াল
তারিখ : ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন : ০০৪৯৫৪৪৪

নাবালিকা ধর্ষণে গ্রেপ্তার প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: চতুর্থ শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রতিবেশী ব্যক্তি। ধৃতের নাম ইসমাইল গাজী (৫৪)। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহাকুমা মিনাখা থানার নিমিচি এলাকায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার খাবারের লোভ দেখিয়ে ওই চতুর্থ শ্রেণির নাবালিকাকে রাস্তার পাশে একটি জঙ্গলে নিয়ে যায় ইসমাইল গাজী। নাবালিকার চিৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে আসেন বাবা মা এবং প্রতিবেশীরা। তখনই ঘটনাস্থল থেকে পালায় অভিযুক্ত। এরপর ওই নাবালিকাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর পর মিনাখাঁ থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে ওই নাবালিকার পরিবার। ঘটনার তদন্ত নেমে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত ইসমাইল গাজী। ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা করে আদালতে গোপন জবানবন্দী নেওয়া হয়।

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক. তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
১) মেসার্স হিউম্যান রিজেক্টেড হেয়ার প্রসেসিং গ্রাম - বিষ্ণুপুর, পো - ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬০১ ২) শ্রী নজরুল হক শেখ ওরফে শেখ নজরুল হক (স্বত্বাধিকারী) পিতা আবদুল গফফ্‌র শেখ গ্রাম - বিষ্ণুপুর, পো এবং থানা - ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬০১	ক) ১৩,৪০,২২৩ টাকা (তেরো লাখ চল্লিশ হাজার দুশো তেইশ টাকা) লোন এ/সি নং **************3246 অধীন, ২৯.১০.২০২৪ অনুযায়ী (৩০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ) খ) ০৮.০১.২০২৫ গ) ০২.০৯.২০২৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৪.৭৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : ভগবানপুর, জেএল নং ৮৫, থানা : ভগবানপুর, খতিয়ান নং ৩২৩, এলআর খতিয়ান নং ২৩৮৮ (পুরানো খতিয়ান নং ৯৪৩), প্লট নং ১৩৯, ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, এবং তদস্থিত ভবন নির্মিত উক্ত জমিস্থিত। চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি সম্পত্তি- দাগ নং ১৪০; দক্ষিণে : জমি সম্পত্তি দাগ নং ১৩৮ ; পূর্বে : জমি সম্পত্তি দাগ নং ১৪২; পশ্চিমে : জমি সম্পত্তি দাগ নং ১৮১।

তারিখ : ০৬.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ, (KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank)
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯, যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২,
ইমেল : head.arbkolkata@kvbmail.com

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ ১৪.১০.২০২৫

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., বড় বাজার শাখা, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে** উশুলের জন্য **৩৪,০১,৫৭,৭৩০.৮৩ টাকা (চৌত্রিশ কোটি এক লাখ সাতান্ন হাজার সাতশো ত্রিশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা)** ৩১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.'র আইন মোতাবেক জামিন অধীনে ঋণদাতা **মেসার্স আঁচল সিমেন্ট লি.(ঋণগ্রহীতা),** ডিরেক্টর : **শ্রী সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল, শ্রীমতি ববিতা বাগ্গা এবং শ্রী সুরেশ কুমার গর্গ** এর কাছ থেকে, যোগাযোগের ঠিকানা , ২৩ এ, এন এস রোড, ৮মতল, রুম নং ৫, কলকাতা : ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ এবং নথিভুক্ত ঠিকানা : ফতেপুর, জগতদিঘি ভিলেজ রোড, সীতারামপুর, আসানসোল, বর্ধমান ৭১৩৩৫৯, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী মনোজ গোয়েল (জামিনদাতা)** ঠিকানা : এডি-২৩৫, সেক্টর -১, সিসি ব্লক, সল্ট লেক সিটি, বিধাননগর, **শ্রী মুকেশ গোয়েল (জামিনদাতা)** এডি-২৩৫, সেক্টর -১, সিসি ব্লক, সল্ট লেক সিটি, বিধাননগর,কলকাতা : ৭০০০৬৪, পশ্চিমবঙ্গ, **মেসার্স কল্যাণী রাইস মিলস প্রা লি., (কর্পোরেট জামিনদাতা),** ২৩ এ, এন এস রোড, ৮মতল, রুম নং ৫, কলকাতা : ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, **মেসার্স জয়া রাইস মিলস প্রা লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ২৩ এ, এন এস রোড, ৮মতল, রুম নং ৫, কলকাতা : ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ এবং মেসার্স আঁচল কালেকশন লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা) ই-৪০৩, এসডিএফ-৫, পরিধান গার্মেন্ট পার্ক, ১৯, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা : ৭০০০১৫, পশ্চিমবঙ্গ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৬৯৫ ডেসিমেল মৌজা : তেলিপাড়া, জেএল নং ৪১, খতিয়ান নং -এলআর-(৩৮০, ১৩, ১১৭ এবং ২৮১), ৩২, ৫৬৫, ৬৫৬, ৭০৯, ৩৭৪, ১৪৪/১, ১৭৭, ৩১১ এবং ৭৪৯, ৪৭৭, ১৩৪, ৯৯২, ৭১২, ৫, ২৬৪, ২১২, ৩৮০, ১৩, ১১৭ এবং ২৮১, ১১৮, ৭০৯, ৩৭৪ অংশ দাগ নং ১৮৮৬, ১৮৮৯, ১৯১৪, ১৯২১, ১৯২০, ১৯১৬, ১৯১৫, ১৯১৯, ১৯১৩, ১৯.১১, ১৯১২, ১৮৮৫, ১৯২২, জেলা : বর্ধমান, পানাগড়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি মেসার্স জয়া রাইস মিলস প্রা লি. এবং মেসার্স কল্যাণী রাইস মিলস প্রা লি. এর নামে , চৌহদ্দি :
উত্তরে : পিডব্লুডিকে এবং পরবর্তীতে পানাগড় ইলামবাজার রোড, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি,
পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি , পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি
(সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য : ৩,০০,১০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৩০,০১,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা

সম্পদ পর্যবেক্ষণ	সকল কাজের দিন - ০৬.০৯.২০২৫ থেকে ১৩.১০.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	তারিখ ১৩.১০.২০২৪ সময় : বিকেল ৫টা।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পোর্টাল https://bankauctions.in মাধ্যমে ১৪.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে, বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম (ইএমডি আরটিজিএস/এনইএফটি দ্বারা)	অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড : KVBL0001101 অ্যাকাউন্টের নাম : বিড কালেকশন এ/সি-সারফেসি ই-অকশন প্রসিড : অ্যাকাউন্টের নাম।
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	অ্যাসেট রিকভারি শাখা কলকাতা, শ্রী সমীর ঘোষ, মো : ৮৩৩৬০০৪৯৩০ ইমেল : head.arbkolkata@kvbmail.com. কলকাতা বড়বাজার শাখা, শ্রী অভিষেক চ্যাটার্জি মো : ৯৮৩১৬৯১৭৮৯ ইমেল : chatterjee@kvbmail.com

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, মেসার্স ৪ ক্লোজার পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ০২.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank
চুঁচুড়া শাখা
টাউন গার্ড রোড, চুঁচুড়া, হুগলি, পিন : ৭১২১০১, ফোন : ০৩৩ ২৬৮০ ২৩০২ / ২৬৯৭

নোটিশ

এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে, মূল লিঙ্ক দলিল শ্রী পবন কুমার ভগত, পিতা প্রয়াত সীতা রাম ভগত নিবাস : ১ নং নেতাজি পার্ক, পো : ব্যান্ডেল, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৩ ঠিকানা এবং হেফাজতে থাকা দলিল হারিয়ে গিয়েছে, যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুঁচুড়া থানায়, হুগলি জেনারেল ডায়েরি নং ১৫৭ তারিখ ০৩.০৯.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।
সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ হারিয়ে যাওয়া স্বত্ব (লিঙ্ক) দলিল, নিম্নোক্ত বিবরণ মতে অধীন সম্পত্তি বিক্রি করা হয়েছে :
সম্পত্তি নং ১) হারিয়ে যাওয়া দলিলের বিবরণ : বিক্রয় দলিল, বুক নং ১, উল্লেখ্য দলিল নং ৭২৭৮, ভল্যুম নং ১৪১, পৃষ্ঠা ১২৯ থেকে ১৩৬ -২০০২ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -চুঁচুড়া, হুগলি।
সম্পত্তি বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৩ কাঠা ২ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা : নালডাঙ্গা, জেএল নং ১৩, এলআর প্লট নং ৪১, আরএস দাগ নং ৩৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৮৫, এলআর দাগ নং ৪১৪, এলআর খতিয়ান নং ৯৩, ৩৩৭, এবং ৪৭০, দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, পো : ব্যান্ডেল, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৩।

চন্দন আনন্দ, সিনিয়র ম্যানেজার
চুঁচুড়া শাখা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় ও ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০০১।

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল - ৮ (১) এর অধীনে]

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ০৬.০১.২০২৫ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, ঋণগ্রহীতাগণ **(১) বিনোদ কুমার শ'**, পিতা- প্রয়াত ভগবান শ' **(ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা)**, ১০৮/২, মহারাজা নন্দ কুমার রোড (উত্তর), ডাকঘর - আলমবাজার, থানা - বরানগর, কলকাতা -৭০০ ০৩৫। এছাড়াও- ৫২, ডাঃ লাল মোহন ব্যানার্জী রোড, ডাকঘর- পানিহাটি, থানা- খড়দহ, কলকাতা -৭০০ ১১৪, **(২) সন্ধ্যা শ'**, স্বামী- বিনোদ কুমার শ', ১০৮/২, মহারাজা নন্দ কুমার রোড (উত্তর), ডাকঘর -আলমবাজার, থানা - বরানগর, কলকাতা- ৭০০ ০৩৫ এবং **এছাড়াও**- ৫২, ডাঃ লাল মোহন ব্যানার্জী রোড, ডাকঘর - পানিহাটি, থানা - খড়দহ, কলকাতা- ৭০০ ১১৪, **গোপাল লাল ঠাকুর রোড শাখা** থেকে ঋণ গ্রহণকৃত- কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া **১৩,৪০,৬৫৪.০০ টাকা** (তেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয়শত চুয়ান্ন টাকা মাত্র) **০৪.০৩.২০২২** অনুযায়ী তদুপরি অ্যাকাউন্টের এনপিএ ঘোষণার তারিখ থেকে সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন **৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদাতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১৩,৪০, ৬৫৪.০০ টাকা** (তেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার ছয়শত চুয়ান্ন টাকা মাত্র) **০৪.০৩.২০২২** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
আমরা সারফেইসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলোর বিধানের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে সিকিউরিটিজগুলোর ওপর আপনার মুক্তির অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

একটি বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ ৭২০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ) একতলায় ভবনের অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫২, ডা. লাল মোহন ব্যানার্জি রোড, পো : পানিহাটি, থানা : খড়দহ, কলকাতা : ৭০০১১৪, মৌজা : পানিহাটি, আরএস নং ৩২, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৫৫, এলওপি/খতিয়ান নং ২১, সিএস/আরএস দাগ নং ১১৫৬, পুরসভা : পানিহাটি, হোল্ডিং নং : ১০৩/এ, ওয়ার্ড নং ৪, এডিএসআর -সোদপুর (পূর্বতন বারাকপুর) জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকল পরিষেবা এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ ইত্যাদি। উক্ত ফ্ল্যাট বসবাসের ভবনে ২ কাঠা ৪ ছটাক জমিতে অবস্থিত কমবেশি **চৌহদ্দি : (দলিল ১৯০৪০৮২৯৮-২০১৭ অনুযায়ী)** : উত্তরে : পুষ্প দত্ত এর ভবন, দক্ষিণে : ১৪ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, পূর্বে : নারায়ণ চন্দ্র কর এর ভবন, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।
মালিক/বন্ধকদাতা : শ্রী বিনোদ কুমার শাউ এবং শ্রীমতি সন্ধ্যা শাউ।

দ্রষ্টব্য: সারফেইসি অ্যাক্ট এর সেকশন ১৩(৪) অধীন জারি করা পূর্বের সকল নোটিশ প্রত্যাহার/ বাতিল করা হল।

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল) কলকাতা শাখা
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০০১

সংশোধনী

উল্লেখ্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ, **শ্রীমতি পুতুল বোস, (ক্রম নং ৪)** এই সংবাদপত্রের ৫.৯.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত যা সম্পাদিত হবে ২৪.৯.২০২৫ তারিখে - **জামিনদাতার/ বন্ধকদাতার নাম পড়তে হবে শ্রী দীপক কুমার বোস,** প্রয়াত দীপক কুমর বোস এর পরিবর্তে। অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

তারিখ ০৬.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউনিয়ন ব্যাংক Union Bank of India
রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন -৭১৩২১৬
[রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **২৯.০৫.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা - মেসার্স সি আর ফুড প্রোডাকশন স্বত্বাধিকারী - শ্রী ওয়াসিম জাফর** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৬৩,২৬,৬৯৪.৯৬ টাকা** (দুই কোটি তেষট্টি লাখ ছাব্বিশ হাজার ছশো চুরানব্বই টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা) টাকা **৩০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** উল্লিখিত পরবর্তী সুদ সহ আদায়দানের জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **০৪.০৯.২০২৫** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বহরমপুর শাখা ২,৬৩,২৬,৬৯৪.৯৬ টাকা** (দুই কোটি তেষট্টি লাখ ছাব্বিশ হাজার ছশো চুরানব্বই টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা) টাকা একত্রে উল্লিখিত সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি দোতলা আরসিসি ভবন, বেসমেন্ট তল সহ এরিয়া ৫১৫৬ বর্গফুট এবং একতলা মোট এরিয়া ১৪ ডেসিমেল, **সম্পত্তি ওয়াসিম জাফর এর নামে,** এলআর প্লট নং ৩০৭, এলআর খতিয়ান নং ৩২৪০, জেএল নং ৪, আরএস খতিয়ান নং ৪০৬, মৌজা : মোল্লাডাঙ্গা, ইসলামপুর থানা অধীন, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, বিক্রয় দলিল নং ১-৬৯৬১/২০১৭ তারিখ ৩০.০৮.২০১৭। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জহুরুল আমিন এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : মরজেম আলির জমি, পশ্চিমে : গ্রাম পঞ্চায়েত রোড।

তারিখ - ০৪.০৯.২০২৫
স্থান - বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBFC
রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯
টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ । www.SBFC.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের এটা জানানো হচ্ছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক বন্ধক রাখা সোনার গহনা নিলাম করা হবে। আগামী ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ মিনিটে এই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। ঠিকানা : এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, ২য় তল, চাঁপাডালি মোড়, সেনকো গোল্ডের কাছে, পোঃঅঃ + থানা - বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, যশোর রোড, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৪।
যেসব গ্রাহক তাদের ঋণের বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের বন্ধক রাখা সোনার গহনা নিলামে তোলা হবে। এই ঋণগ্রহীতাদের কাছে নিলামের নোটিশ যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছে। নিচে উল্লিখিত বিভিন্ন শাখা এবং অ্যাকাউন্ট আইডি-এর সাথে যুক্ত সকল গ্রাহকের গহনা নিলাম করা হবে।
বারাসত শাখা : AP00449778,AP00495842,AP00504636,AP00600492,AP00604804,AP00606412,AP00648586,AP00660805,AP00666809, AP00666882,AP00671589,AP00674343,AP00684215,AP00685947,AP00685955,AP00686478,AP00688993

ডালহৌসি শাখার নিলাম আগামী ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ মিনিটে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড, ডালহৌসি, স্টিফেন হাউজ, প্রথম তল, ৬ই আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১ -এ অনুষ্ঠিত হবে।
ডালহৌসি শাখা : AP00557383,AP00624316,AP00666480,AP00670876,AP00672784,AP00673641,AP00674598,AP00686881,AP00689596

দুর্গাপুর শাখার নিলাম আগামী ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ মিনিটে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে। ঠিকানা: সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।
দুর্গাপুর শাখা : AP00204835,AP00208672,AP00448528,AP00456970,AP00576404,AP00640109,AP00648585,AP00665163,AP00666169, AP00666436,AP00671261,AP00672735,AP00674235,AP00674903,AP00675054,AP00675566,AP00676450,AP00677178, AP00681787,AP00688338,AP00691036,AP00691483

গড়িয়া শাখার নিলাম আগামী ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ মিনিটে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে। ঠিকানা : ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, বার্নিং ঘাটের নিকটে, কলকাতা - ৭০০০৮৪।
গড়িয়া শাখা : AP00355241,AP00604279,AP00641321,AP00648845,AP00661958,AP00666291,AP00667589,AP00672995,AP00674105,AP00674351, AP00674605,AP00674696,AP00674735,AP00675485,AP00675620,AP00675774,AP00676434,AP00676621,AP00678200,AP00679715, AP00683175,AP00684052,AP00684084,AP00684616,AP00684628,AP00685037,AP00685063,AP00685365,AP00685935,AP00686007, AP00687199,AP00691613,AP00692343,AP00692582,AP00774508

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

এসবিআই এইচএলসি হাওড়া (১০২৬৩) (SBI)
২৩৯এ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - IV রুল-৮(১) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

LOAN ACCT 43559742573 (HBL) & 43559731275 (SURAKSHA)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি হাওড়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০৬.২০২৫** তারিখে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি সোমা ঘোষ মালাকার,** স্বামী প্রয়াত তাপস মালাকার, **শ্রী রবিন বিশ্বাস, ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৪০২, ৪র্থ তল, ১৫৭, বিপ্লবী গণেশ ঘোষ সরণি, পো - ভদ্রকালী, হুগলি - ৭১২২৩২** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৬৯,৪৬৯.০০ টাকা (সতের লাখ উনসত্তর হাজার চারশ উনসত্তর টাকা) ১০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি হাওড়া** নিকট বকেয়া **১৭,৬৯,৪৬৯.০০ টাকা (সতের লাখ উনসত্তর হাজার চারশ উনসত্তর টাকা) ১০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট লিফট সুবিধা ব্যতীত ফ্ল্যাট নং ১০১, দোতলায়, পরিমাপ আনুমানিক ৬৩৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ (কার্পেট এরিয়া ৫০৫ বর্গফুট) ৩ বেড রুম, ১ টয়লেট (বাথ এবং প্রিভি), ১ কিচেন, ১ লিভিং তথা ডাইনিং হল এবং ১ বারান্দা এবং সকল ফিটিংস এবং ফিক্সচার সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৩২ , নন্দী বাগান বাই লেন (জগন্নাথ প্রসাদ পোরেল লেন), পো : সালকিয়া, থানা : গোলাবাড়ি, জেলা : হাওড়া ৭১১১০৬, ওয়ার্ড নং ১০, হাওড়া পৌর নিগম অধীন, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ছাদের ব্যবহার নিয়মিত নয় অ্যান্টেনা বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ১০২, **দক্ষিণে :** সিঁড়ি, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** চলার পথ।
সম্পত্তি শ্রী রবীন বিশ্বাসের নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৬৫৪৬-২০২৪ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০১-২০২৪, পৃষ্ঠা ১৯৫২৯৪ থেকে ১৯৫৩৫১, অফিস , ডিএসআর -১, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫
স্থান : সালকিয়া, হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাংক Union Bank of India — A Government of India Undertaking
রিজিওনাল অফিস-দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬

Ref:OR:DGR:CRLD:2780:2025-26 তারিখ: ১৯.০৮.২০২৫

১. **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এমএমসি নার্সিং হোম,** গ্রাম - মহেশাইল, ডাকঘর- পারুলিয়া, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। পিন- ৭৪২২২৪
২. **অংশীদার(গণ) : মহঃ মাসাদুল ইসলাম,** পিতা- মহঃ আব্দুল মান্নান, গ্রাম মহেন্দ্রপুর, ডাকঘর- দহরপাড়, থানা- সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২০১
৩. **শ্রীমতি আবেদা সুলতানা,** স্বামী- মাসাদুল ইসলাম, গ্রাম- মহেন্দ্রপুর, ডাকঘর ব্দ দহরপাড়, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২০১
৪. **জামিনদার(গণ): মহঃ মাসাদুল ইসলাম,** পিতা- মহঃ আব্দুল মান্নান, গ্রাম মহেন্দ্রপুর, ডাকঘর- দহরপাড়, থানা- সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২০১
৫. **শ্রীমতি আবেদা সুলতানা,** স্বামী- মাসাদুল ইসলাম, গ্রাম- মহেন্দ্রপুর, ডাকঘর -দহরপাড়, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২০১।

মহাশয়/মহাশয়া,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ (২) এবং সেকশন ১৩ (৩) অনুসারে নোটিশ।
আপনারা, ১, ২ এবং ৩ নম্বর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদের ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ধুলিয়ান শাখা থেকে নিম্নোক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং বকেয়া/কিস্তি/সুদ পরিশোধে/সঠিকভাবে অ্যাকাউন্ট পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আরবিআই-এর ইনকাম রিকগনিশন এন্ড প্রুডেন্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কিত নির্দেশিকা অনুসারে, আপনাদের অ্যাকাউন্টটি ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আপনাদের অ্যাকাউন্টে ১,৭৫,৭৪,২৭১.৪৪ টাকা (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশত একাত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) বকেয়া রয়েছে। উপরোক্ত অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে আপনার বকেয়া অর্থের বিবরণ নিম্নরূপ:

ঋণ সুবিধার ধরন	এনপিএ-এর তারিখ অর্থাৎ ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	অপ্রয়োগকৃত সুদ কার্যকর ২৫.০৭.২০২৫ থেকে ২৮.০৭.২০২৫ পর্যন্ত	শাস্তিমূলক সুদ (সাধারণ)	ব্যাঙ্কের অর্জিত খরচ/চার্জ	মোট বকেয়া
টিএল	১,৪৩,৭২,৭১৬.০০ টাকা	১,৬৯,২৫৮.০৩ টাকা	১,৩৩৩.০০ টাকা		১,৪৫,৪৩,৩০৭.০৩ টাকা
সিসি	৩০,৩০,৯৬৪.৪১ টাকা	০০.০০ টাকা	০০.০০ টাকা		৩০,৩০,৯৬৪.৪১ টাকা
মোট	১,৭৪,০৩,৬৮০.৪১ টাকা	১,৬৯,২৫৮.০৩ টাকা	১,৩৩৩.০০ টাকা		১,৭৫,৭৪,২৭১.৪৪ টাকা

ব্যাঙ্কের পাওনা বা ভবিষ্যতে পাওনা হতে পারে এমন অর্থ সুরক্ষিত করার জন্য, মেসার্স এমএমসি নার্সিং হোম নিম্নে বর্ণিত
স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে নথিপত্র সম্পাদন করেছে এবং নিরাপত্তা স্বত্ব সৃষ্টি করেছে:

মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার মহেশাইল মৌজায় অবস্থিত এবং **মহঃ মাসাদুল ইসলামের নামে থাকা** জমি ও দোতলা ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। জমির বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো-

ক্র. নং.	সম্পত্তির অবস্থান	প্লট নং	খতিয়ান নং	জমির পরিমাণ	স্বত্বাধিকারীর নাম
১.	জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা - সুতি, মৌজা- মহেশাইল	এল.আর. প্লট নং ৫৪৯৩	এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৯৬৮	৯.৩৫ ডেসিমেল	মহঃ মাসাদুল ইসলাম

মোট জমির পরিমাণ ৯.৩৫ ডেসিমেল (দলিল নং আই-১১৭০/২০১৬ অনুযায়ী)

২. প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি, স্টক এবং বুক ডেট-এর হাইপোথিকেশন।
সুতরাং, আপনাকে এই নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অনুযায়ী **১,৭৫,৭৪,২৭১.৪৪ টাকা** (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশত একাত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে আপনাদের দ্বারা সম্পাদিত ঋণের নথিপত্রের শর্তাবলী অনুসারে চুক্তিবদ্ধ হারে প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ যদি থাকে, তা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে আপনার দায়ভার সম্পূর্ণরূপে মেটাতে বলা হচ্ছে, অন্যথায় আমরা উল্লিখিত আইনের অধীনে প্রদত্ত যেকোনো বা সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করে উপরোক্ত জামানতগুলিতে প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকব।
আইনের সেকশন ১৩(১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর ব্যাঙ্কের সম্মতি ছাড়া উপরোক্ত জামানতগুলি নিষ্পত্তি বা হস্তান্তর করা থেকে আপনাকে বিরত/বাধা দেওয়া হচ্ছে।
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি।

তারিখ: ১৯.০৮.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা শাখা,১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা , ৭০০ ০০১
ই-মেইল: samlkolkata@indianbank.co.in
ফোন নং: (০৩৩) ২২৩১১৪৭১
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএমএল কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'',** এবং **''সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে'',** আগামী **২৫.০৯.২০২৫** তারিখে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএমএল কলকাতা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর প্রাপ্য নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা (গণ) / জামিনদার(গণ) -এর থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. মেসার্স বি. এন. মোটরস, শ্রী প্রবীর পোড়িয়া (স্বত্বাধিকারী) গ্রাম - করিমপুর, ডাকঘর - সুখদেবপুর, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫১৩। ২. শ্রী প্রবীর পোড়িয়া, পিতা- বিশ্বনাথ পোড়িয়া (মেসার্স বি. এন. মোটরস-এর স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা) গ্রাম - করিমপুর, ডাকঘর - সুখদেবপুর, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫১৩। ৩. শ্রীমতি পর্না পোড়িয়া (জামিনদার), স্বামী- প্রবীর পোড়িয়া, গ্রাম ও ডাকঘর - হাসিমপুর, শিরাকোল, থানা - ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৫১৩। খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ	কমবেশি ১৫ শতক পরিমাপের জমি এবং তার উপর দ্বিতল বিল্ডিং সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরগনা- আজিমাবাদ, মৌজা- হাসিমনগর, জে. এল. নং ১২৬, এল. আর. খতিয়ান নং ৫১৯, আর. এস. দাগ নং ১২৪৫, থানা - ফলতা, বঙ্গানগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, উপ-নিবন্ধক ফলতা, জেলা: ২৪ পরগনা দক্ষিণ-এর অধীনে ৩১.০৭.১৯৭৮ তারিখের ডিড নং আই-৪১৬১ মূলে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি প্রবীর পোড়িয়ার নামে রয়েছে। সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে - প্রবীর পোড়িয়ার জমি, দক্ষিণে - প্রবীর পোড়িয়ার জমি, পূর্বে - ডায়মন্ড হারবার রোড, পশ্চিমে - প্রবীর পোড়িয়ার জমি।	**১,১২,১৩,২০৫.৮২ টাকা** (এক কোটি বারো লক্ষ তেরো হাজার দুইশত পাঁচ টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র) **১৫.১০.২০১৯** অনুযায়ী, তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	ক) ৪৪,০০,০০০.০০ টাকা (*) (চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ৪,৪০,০০০.০০ টাকা (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIBBRSAMBKOL80 ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক দখল
২.	ক) ১. মেসার্স জি. ডি. লেদার্স ৩৬, তোপসিয়া রোড, দ্বিতীয় ফ্লোর, মার্টিন পাড়া, ভিআইপি মসজিদের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০৩৯। এছাড়াও: জোন ৯, প্লট ৭৪৬, কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, কড়াইডাঙ্গা, বানতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৫০২। ২. শ্রী শিবেইক জৈন, শ্রী বিনায়ক অ্যাপার্টমেন্ট, দ্বিতীয় ফ্লোর, ৩১, প্রসার রোড, লেক মলের পিছনে, কলকাতা - ৭০০ ০২৯। ৩. সাকিলা বিবি (শেখ আবুল কাসেমের আইনি উত্তরাধিকারী) বি. চন্ডিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বজবজ, পিন - ৭০০ ১৩৭। খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ	কমবেশি ৪ কাঠা পরিমাপের জমি এবং তার উপরে জি+৩ নির্মাণ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - চন্ডিপুর, ডাকঘর - বি. চন্ডিপুর, কে. পি. মন্ডল রোড (কলুপুকুর), পরগনা - বালিয়া, আর. এস. খতিয়ান নং ৩৪৭, জে. এল. নং ৪৭, তৌজী নং ৩৮৯, আর. এস. দাগ নং ৪৯০/৯৮৭, থানা - নাদা খালি, নর্থ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, বজবজ, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-এ অবস্থিত, যা এডিএসআর - বজবজ, ২৪ পরগনা দক্ষিণ -এর অধীনে ২০০৭ সালের ডিড নং আই-১৩৬ মূলে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শেখ আবুল কাসেমের নামে রয়েছে। সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তরে- শেখ আবুল হোসেনের সম্পত্তি, দক্ষিণে- রাস্তা, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- নূর হোসেন সাফু'র সম্পত্তি।	**২,০১,২৩,০৪৪.০০ টাকা** (দুই কোটি এক লক্ষ তেইশ হাজার চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র), ৩১.০৩.২০১৮ পর্যন্ত চার্জড সুদ এবং তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	ক) ৬৯,২৫,০০০.০০ টাকা (*) (উনসত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৬,৯২,৫০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIBBRSAMBKOL150 ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক দখল

যোগাযোগের ব্যক্তি: মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ সিং (অনুমোদিত অফিসার), মোঃ - ৮০১৭০ ০৭৬৩২
(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২২.০৯.২০২৫ থেকে ২৪.০৯.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৫.০৯.২০২৫; সময় : দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: (**https://baanknet.com**) এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ ডিরেক্টর(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৫.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসবিআই হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২) (SBI)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল আইডি : sbi.16822@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশের তারিখ **২.৬.২০২৫** ঋণগ্রহীতা **শ্রী উৎপল মন্ডল,** পিতা তারাপদ মন্ডল, এবং **শ্রীমতি সোমা মন্ডল,** স্বামী শ্রী উৎপল মন্ডল, ঠিকানা : মধ্যসোনা পুকুর, পো : সোনাপুকুর, থানা : হাড়োয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৫০২। অন্য ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থতল, এইচএকেএম অ্যাপার্টমেন্ট, বিষ্ণুপুর-বটতলা, বাসিনা, পো : কদমপুকুর, থানা : রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৩৫, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,১৪,৩২৬.৩৫ টাকা** (দশ লাখ চৌদ্দ হাজার তিনশো ছাব্বিশ টাকা এভং পঁয়ত্রিশ পয়সা) **২.৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার - রাজারহাট** নিকট বকেয়া **১০,১৪,৩২৬.৩৫ টাকা (দশ লাখ চৌদ্দ হাজার তিনশ ছাব্বিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) ০২.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (নং ৩সি) পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৬০ বর্গফুট ৪র্থতলে, জি-৪ তলা ভবন নাম এইচএকেএম অ্যাপার্টমেন্ট, ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং রুম, ১ প্যান্ট্রি/কিচেন স্পেস, ১ টয়লেট, ২ ব্যালকনি, টাইলস মেঝে সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ভবন অবস্থিত মৌজা : বাসিনা, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৫৩, তৌজি নং পুরানো ৩৭, নতুন ১০, পুরানো খতিয়ান নং ৭১৪, ৬০৪, এলআর খতিয়ান নং ১৮৫৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২১৯, ২১৯/১৪১৮, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০১৬, পৃষ্ঠা ২৮১৮৫১ থেকে ২৮১৮৭২, **দলিল নং ১৫২৩০৯১৬০-২০১৬।** এডিএসআরও রাজারহাট নিউ টাউন। **সম্পত্তি শ্রী উৎপল মন্ডল,** পিতা তারাপদ মন্ডল এর নামে। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং বি, দক্ষিণে : সকলের ব্যবহারের কালিজ জমি একতলায়, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ডি, পশ্চিমে : সকলের ব্যবহারের খালি জমি একতলায়।

দ্রষ্টব্য : স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই দখল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা নোটিশ না পেয়ে থাকলে, এই নোটিশকে বিকল্প পরিষেবা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৫.০৯.২০২৫
স্থান - রাজারহাট, বিষ্ণুপুর, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কাশ্মীরে ১৮ ঘণ্টায় কাঠের সেতু তৈরি করল সেনা, উদ্ধার শতাধিক

এখনই বৃষ্টি থামার কোনও সম্ভাবনা নেই হিমাচলে

ভাদেরওয়াহ ও সিমলা, ৫ সেপ্টেম্বর: প্রায় ১৮ ঘণ্টার মধ্যে কাঠের অস্থায়ী সেতু তৈরি করল ভারতীয় সেনার ৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ইউনিট। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ভাদেরওয়াহর বেজা গ্রামের রাস্তা, সেতু। স্থানীয় বাসিন্দারা দিশেহারা। ভাদেরওয়াহ যাওয়ার জন্য বাধ্য হয়েই নদী পেরোতে হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীদের জন্য কাঠের অস্থায়ী সেতু বানিয়ে দিলেন সেনা জওয়ানরা। উদ্ধার করলেন মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের পর আটকে পড়া শতাধিক গ্রামবাসীকে।

এই সপ্তাহের শুরুতে বেজা গ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যার ফলে বুটলা, বেজা, শ্রেখি এবং কাটিয়ারার বাসিন্দারা মূল শহর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের একমাত্র যোগাযোগের সড়ক ভেসে যাওয়ায়, বাধ্য হয়েই নদী পেরোচ্ছিলেন তাঁরা।

অন্য দিকে, এখনই বৃষ্টি থামার কোনও সম্ভাবনা নেই হিমাচল প্রদেশে। পাহাড়ি এই রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিমলা, কাংড়া, মান্ডি, সোলান এবং সিরমৌর জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমতে পারে।

ভূমিধস ও মেঘভাঙা বৃষ্টিতে হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। জায়গায় জায়গায় রাস্তা বন্ধ রয়েছে। ৬টি জাতীয় সড়ক-সহ ১,২৯২টি রাস্তা যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। একটানা বৃষ্টিতে রীতিমতো বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশের জনজীবন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যথিত রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর: বর্ষার মরশুমে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুঃখপ্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'এই বছর বর্ষাকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। পাহাড়ে মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং সমতলভূমিতে বন্যার ফলে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব, অসম এবং দেশের অন্যান্য অনেক স্থানে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে, যার ফলে মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে। দেশ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুঃখ ভাগ করে নিচ্ছে এবং এই সংকটে তাদের পাশে আছে। উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে জড়িতদের মনোবলের প্রশংসা করছি। একসঙ্গে আমরা এই দুঃসময় কাটিয়ে উঠব।'

শিক্ষক দিবসে ওড়িশার সমুদ্রসৈকতে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

যমুনার জলে ডুবে দিল্লি, ত্রাণের 'অব্যবস্থা'য় সরব কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর: যমুনার জলে ডুবে রয়েছে দিল্লির বিভিন্ন এলাকা। শুক্রবার সকালেও বিপদসীমার ওপরেই রয়েছে যমুনার জলস্তর। গত কয়েকদিন ধরে রাজধানীতে একটানা মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে যমুনার জলস্তর বেড়েছে। সতর্কতা হিসেবে, নিচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে ইতিমধ্যেই উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দিল্লি সরকার সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নিবিড়ভাবে নজর রেখেছে। বাসুদেব ঘাটের আশপাশের এলাকা জলমগ্ন, পাম্পের সাহায্যে জল বের করার জন্য মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। যমুনা নদীর জল উপচে পড়ায় নয়ডার সেক্টর ১৩৫-এর কিছু অংশও প্লাবিত রয়েছে।

তবে দিল্লির ত্রাণ শিবিরের 'অব্যবস্থা' নিয়ে সরব হয়েছেন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আপের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমরা মানুষের অবস্থা জানতে একটি ত্রাণ শিবিরে (শাস্ত্রী পার্ক এলাকা) এসেছি। তারা বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তারা সময়মতো খাবার পাচ্ছে না, মশার উপদ্রব আছে, কিন্তু তা কমানোর কোনও ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলের সমস্যা আছে। আমরা বুঝতে পারি যে এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কিন্তু মানুষের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। আমরা সরকারকে ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।'

কেজরিওয়াল বলেন, 'দিল্লিতে সর্বত্র জল জমে রয়েছে, বেশ কয়েকটি এলাকায় এর মূল কারণ হল সময়মতো পলি অপসারণ করা সম্ভব হয়নি, ড্রেনগুলি সময়মতো পরিষ্কার করা হয়নি এবং বেশ কয়েকটি এলাকায় নর্দমার প্রবাহ বন্ধ রয়েছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় পানীয় জল নেই। তাই, আমরা সরকারকে জনগণের জন্য যতটা সম্ভব সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। সমগ্র উত্তর ভারত- জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি এবং উত্তরাখণ্ড বন্যার কবলে পড়েছে। তাই, আমি কেন্দ্রকে যতটা সম্ভব মানুষকে ত্রাণ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করছি। ভূমিকম্পের পর কেন্দ্র আফগানিস্তানে ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করেছে। এটা ভালো, কিন্তু কেন্দ্রের উচিত বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত সকল রাজ্যকে ত্রাণ সরবরাহ করা।'

কেরলে মহাসাড়ম্বরে উদযাপিত ওনাম

তিরুবনন্তপুরম ও নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর: কেরলে মহাসাড়ম্বরে উদযাপিত হচ্ছে ওনাম উৎসব। সারা বছর এই সময়টির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন কেরলের মালয়ালি সমাজ। হিন্দুদের উৎসব হলেও, 'ওনাম' আসলে কৃষি উৎসব। তাই এই উৎসবে মাতেন সমাজের সব সম্প্রদায়ের মানুষই। শুক্রবার তিরুবনন্তপুরমে ধুমধাম করে ওনাম উৎসব উদযাপন করা হয়। ১০ দিনব্যাপী ওনামের শুক্রবার প্রধান উৎসব তিরুভোনাম। মানুষ এদিন মন্দির পরিদর্শন করেন। ঘরে ঘরে জড়ো হয়ে ওনাম উৎসব পালন করেন ও উপহার বিনিময় করে উদযাপন করেন।

ওনাম উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক্স মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, 'ওনামের শুভ উৎসব উপলক্ষে, আমি সমস্ত নাগরিকদের, বিশেষ করে ভারতে এবং বিদেশে বসবাসরত কেরলের ভাই ও বোনদের আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।' প্রধানমন্ত্রী মোদী শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, 'সবাইকে ওনামের শুভেচ্ছা জানাই! এই সুন্দর উৎসব সকলের জন্য নতুন আনন্দ, সুস্বাস্থ্য এবং প্রচুর সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। ওনাম কেরলের কালজয়ী ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। এই উৎসব ঐক্য, আশা ও সাংস্কৃতিক গর্বের প্রতীক। এই উৎসব আমাদের সমাজে সম্প্রীতির চেতনাকে শক্তিশালী করে এবং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সংযোগকে আরও নিবিড় করে।'

ওনমের শুভ উপলক্ষে কেরলের ভাই ও বোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার এক্স বার্তায় একটি ভিডিও যুক্ত করে তিনি লিখেছেন, 'এই উৎসব সকলের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুখ বয়ে আনুক। আমরা সকলের মঙ্গল এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করি।'

ফের ভূকম্পন আফগানিস্তানে

কাবুল, ৫ সেপ্টেম্বর: ক'দিন আগে ভূমিকম্পে বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে আফগানিস্তানে। সেই বিপর্যয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কয়েকবার কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের মাটি।

জাতীয় ভূকম্পন কেন্দ্র (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ১০২৬ মিনিট নাগাদ আফগানিস্তানে ৫.৮ মাত্রার ভূমিকম্প প্রথম অনুভূত হয়। ফের রাত ১১৫৮ মিনিট নাগাদ ৪.১ মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্প হয়। শুক্রবার সকাল ০৭৪৬ মিনিট নাগাদ ৪.৬ মাত্রার আর একটি ভূমিকম্প হয়। এদিন সকাল ১১০৭ মিনিট নাগাদ আবার ৪.৫ মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

কংগ্রেসের শাসনে শুধু দুর্নীতি, পদক্ষেপের অভাব ছিল: পীযূষ: কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পীযূষ গয়াল। শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পীযূষ গয়াল বলেছেন, 'যখন আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন আমরা সকলেই জানি, সেই সময়ে দেশের অর্থনীতি কতটা দুর্বল ছিল। কংগ্রেসের শাসনকালে দুর্নীতি করা ছাড়া, তারা কোনও রূপান্তরমূলক সিদ্ধান্ত নেয়নি। তারা কেবল প্রতিশ্রুতি দিত, কিন্তু পদক্ষেপের অভাব ছিল।'

ময়দান

সামনেই সিএবির এজিএম। সভাপতি পদে মনোনয়ন দিতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তার আগে সোশাল মিডিয়ায় অন্যরকম ছবি পোস্ট করলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্যাপশনে লিখলেন, এখন ফ্রেশ হওয়ার সময়!

দাপুটে জয় ব্রাজিলের: বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ঘরের মাঠ মারকানায় চিলিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে কার্লোস আনচেলত্তির দল। আর এই জয়ে কনমেবল অঞ্চলের পয়েন্ট টেবিলে দুইয়ে উঠে এল ব্রাজিল। যদিও বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত আগেই করেছে ব্রাজিল। এদিন ব্রাজিলের দলে ডাক পাননি ভিনিসিউস জুনিয়র ও নেইমার। ব্রাজিলের এই দলটা বেশ তরুণ। যদিও এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখানো ব্রাজিল প্রথম গোল করে ৩৮ মিনিটে। ব্রাজিলের জার্সি গায়ে প্রথম গোলটি করেন এস্তেভাও উইলিয়ান। প্রথম হাফে আর গোল হয়নি। দ্বিতীয় হাফে আরও দুই গোল হজম করে চিলি। ৭১ মিনিটে বদলি হিসেবে নেমে ৭২ মিনিটেই গোল করেন লুকাস পাকেতা।

অবনমন রাউন্ডে মহামেডান, সম্মানরক্ষা এরিয়ানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে লজ্জা মহামেডান স্পোর্টিংয়ের। শুক্রবার ব্যারাকপুরে স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচ ছিল মহামেডানের। শেষমেশ জয় পেয়ে অবনমনের খাঁড়া বাঁচানো গেল না। নিয়মানুযায়ী, অবনমন রাউন্ডে খেলার কথা সাদা-কালো ব্রিগেডের। ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচ ১-১ ড্রয়ে শেষ হয়।

ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে লড়াকু মানসিকতা দেখা গেল না মেহরাজুদ্দিন ওয়াডুর ছেলেদের। প্রথমার্ধেই পিছিয়ে পড়ে মহামেডান। ম্যাচের ৬ মিনিটে গোল করেন ইউনাইটেড স্পোর্টসের বাবাই পৈলান। দ্বিতীয়ার্ধে লড়াই করে মহামেডান। ৫৫ মিনিটে লালঙ্গাইলসাকার গোলে সমতায় ফেরে ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। যদিও শেষ রক্ষা হল না। অবনমন রাউন্ডে চলে যাওয়া বাঁচাতে ম্যাচটি জেতা দরকার ছিল মহামেডানের। আপাতর ১২ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে একাদশ স্থানে রয়েছে মহামেডান। অন্যদিকে ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্টে নিয়ে অবনমন রাউন্ডে খেলা থেকে বাঁচল এরিয়ান ক্লাব। ক্যালকাটা পুলিশকে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে এরিয়ান। দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন রাজু ওরাওঁ।

দেশে শেষ ম্যাচেও মেসির জোড়া গোল

বুয়েনস আয়ার্স, ৫ সেপ্টেম্বর: ঘরের মাটিতে আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে হয়তো শেষ ম্যাচ খেললেন লিওনেল মেসি। শুক্রবার ভোরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচেও ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে জোড়া গোল করেন লিওনেল মেসি। সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা। এস্তাদিও মাস মনুমেন্টালে ভেনেজুয়েলাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। মেসির জোড়া গোল ছাড়াও লাউতারো মার্টিনেজ করেছেন একটি গোল।

পুরো ম্যাচে আধিপত্য দেখানো আর্জেন্টিনা প্রথম হাফে একটি এবং দ্বিতীয় হাফে দুইটি গোল করে। ৩৯ মিনিটে মনুমেন্টালে হাজির ৮০ হাজারের মতো দর্শককে উল্লাসে মাতান এলএমটেন। হুলিয়ান আলভারেজের পাস থেকে মেসি দারুণ এক চিপে বল জড়ান জালে। এরপর প্রথম হাফে আর কোন গোল করতে পারেনি আলবিসেলেস্তারা।

ডঃ মঈন বিন মাকসুদের হাত ধরে বাঙালিদের নিয়ে দল ভিক্টোরিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ময়দানের চেনা মুখ। অন্যতম কর্তা প্রাক্তন ক্রিকেটার ডঃ মইন বিন মাকসুদ নিঃশব্দেই ক্রিকেটের জন্য যেন নিবেদিত প্রাণ। শতাব্দীপ্রাচীন ভিক্টোরিয়া ক্লাবকে তিনিই একক প্রচেষ্টায় প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। দেখতে দেখতে ১২২ বছর হয়ে গেল এই ক্লাব। এই ক্লাবের সচিবের দায়িত্বে মঈন বিন মাকসুদ। আর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সত্রাজিত লাহিড়ী।তিনি ছাড়াও ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ পীযূষ চন্দ্র, মিডিয়া ম্যানেজার আসিফ আহমেদ, ক্রিকেট ম্যানেজার অচিন্ত ঘোষ, সিইও রবিয়া জাহাঙ্গীর, চিফ পেট্রোন সুভাষ আগরওয়ালদের প্রচেষ্টাতেই এবার নতুন করে ক্রিকেট দল গড়ল ভিক্টোরিয়া। এবারের অধিনায়ক হয়েছেন পুরব সাহা, ভাইস ক্যাপ্টেন সৌমজিৎ খাস্কেল, অভিনব ভৌমিকরা এবার রয়েছেন দলে। ডঃ মঈন বিন মাকসুদ লন্ডন থেকে জানান, সিএবি এজিএমে অংশ নিতে খুব তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরবেন তিনি।

বিতর্ক ভুলে সুরজিৎ লাহিড়ির হাত ধরে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চায় শুক্রবার একঝাঁক ক্রিকেটারকে নিয়েই সইপর্ব সারল টাউন ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঐতিহ্যের টাউন ক্লাব। ইতিহাস যেন কথা বলে এই ক্লাবে।সাম্প্রতিক অতীতে ক্রমাগত একের পর এক ঘটনা, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, কাদা ছোড়াছুড়িতে টাউন ক্লাবের মর্যাদা যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছে! টাউন ক্লাবের প্রাক্তন সচিব দেবব্রত দাস, যিনি বর্তমানে সিএবির সচিব পদে নির্বাসিত রয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোটি,কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। টাউন ক্লাব বর্তমানে এই দেবব্রত দাস চালাচ্ছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর

টাউন ক্লাবের গা থেকে কালি তুলতে একেবারে যেন নতুন করেই সাজাতে শুরু করেছেন সুরজিৎ লাহিড়ী। তিনিই এখন ক্রিকেটের দায়িত্বে। তাঁকেই সাহায্য করে চলেছেন সভাপতি বিশাক কুমার ঘোষ। শুক্রবার হয়ে গেল ক্রিকেট মরশুমের জন্য টাউন ক্লাবের ক্রিকেটারদের সই। কোচ এরশাদ আহমেদ, টেকনিকাল ডিরেক্টর অভিক মিত্রদের প্রয়াসে নতুন ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের নিয়ে তৈরি হয়েছে দল। রাহুল প্রসাদ, অংকুর পাল , অব্লিন ঘোষ , শুভম সরকারের মত বাংলা দলের খেলোয়াড়রা খেলছে এবারে। বাংলা থেকে খেলোয়াড়রা জাতীয় দলে খেলবেন এটাই স্বপ্ন সুরজিৎ লাহিড়ীর।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Memari-II Development Block
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 01/APAS/2025-26 & Memo No.: 4190, Date: 04.09.2025 & 02/APAS/ 2025-26 & Memo No.: 4191, Date : 04.09.2025** for **27 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **15.09.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer, Memari-II Development Block

Havelok Housing Co-operative Society Ltd.
[Regd. No. 68/RTAH/HIG dated- 14/09/2016]
Architect firms are hereby invited to submit their quotations for consultation, plan sanction, project supervision for G+4 storied residential building on Premises No. 10-0903 in Street No. 0903 (12 M. wide), New Town, Kolkata. Quotation to be submitted within 7 days from the date of publication of this advertisement.
Email id- havelokkolkata@gmail.com
Secretary / Chairman

Cosmopoliton Housing Co-operative Society Ltd.
[Regd. No. 82/RTAH/MIG dated- 06/08/2013]
The said society is inviting sealed quotation to the Contractor firms to submit their quotations for construction, (civil & full finished) project supervision for G+4 storied residential building on Premises No. 01-0078 in Street No. 0078 (12 M. wide) Plot No. 26 in Block No. AE, New Town, Kolkata of the Cosmopoliton Housing Co-operative Society Ltd. Quotation to be submitted within 7 days from the date of publication of this advertisement.
Email id- cosmopolitonnewtown@gmail.com
Secretary/ Chairman

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং. ১৪৪_২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৪.০৯.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **এক্সইএন/বিআরএল/এইচডব্লুএইচ। ই-টেন্ডার নং. ১৪৪_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনের নৈহাটি-ব্যান্ডেল শাখায় ব্রিজ নং. ৮ সম্প্রীতি ব্রিজ ও ব্রিজ নং. ৬, সাহেবগঞ্জ লুপ শাখায় ব্রিজ নং. ১২, হাওড়া-বর্ধমান কর্ড শাখায় ব্রিজ নং. ১৪৯এ আপ, আরইভি ও ডাউন, তারকেশ্বর শাখায় ব্রিজ নং. ৬ আপ/ডাউন ৬২ আপ, ৯৮, ১০৪, ১১৮, ১২৯ ও ১৪২ এবং একে লুপ শাখায় ব্রিজ নং. ১৬৭-এর স্টিল ব্রিজ গার্ডারের পেইন্টিং। **আনুমানিক খরচ ঃ** ₹ ১,৩৬,১৩,৫৭৩.১৫; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,১৮,১০০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** গ্রহণপত্র জারির তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে দরপত্র খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান** -ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বায়না টাকা জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্য প্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাংকিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-277/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/323/25-26 Dated 04.09.25	Construction of boundary wall at Poush mela math in ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,40,818.00

Bid Submission end date: **15.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/320/ 25-26 Dated 04.09.25	Construction of blacktop road at B.C Roy road bye lane at Nandy para in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,06,395.00
WBMAD/ULB/ RSM/321/ 25-26 Dated 04.09.25	Damage old drain dismantling & construction of Surface drain at Manikpur Naskar para near H/O Arundeb Gayen to Pracip Ghosh in Ward no-23, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,182.00

Bid Submission end date: **15.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Uttadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting e-Tender issued under Memo No. 2091/Part-II/Admn./1017 dated September 01, 2025 & uploaded in the e-Tender Portal under Tender ID 2025_SCARD_897065_1 is hereby invited from eligible/bonafide and resourceful Contractors/reputed Engineering Firms/Companies / Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials for execution of the:-
i) **Remodelling** works of the **2nd, 3rd and 4th Floor Bathrooms** at North Side of the ICMARD Building,
ii) **Painting of damp treated areas** of the Hostel Rooms, Staircase Area and entire area of the Hall No. 301 and
iii) **Area development works** of the vacant land at the southern part of the Building at Ground Floor behind 'Sankalita', SHG Product Display & Sales Counter.
The last date for submission/uploading of Bid through online is September 22, 2025.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**
Sd/-
September 01, 2025 **Managing Director**

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo: 857/ GM/NIT/DEV/25, Dated: 04/09/2025
Tender No. WBMAD ULB GOBAR NIT-6(e)25 Dt:06/09/25
The e-tender has hereby invited by the **Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work:** (1) Renovation work of Diagnostic centre near SBI Bank in ward no-07 under Gobardanga Municipality (2 Electrification work for Diagnostic centre near SBI Bank in ward no-07 under Gobardanga Municipality. Last date of submission of Bid on **15/09/25.**
For details Visit **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

বিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিক মৈত্রেয়ী দেবী

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর মৈত্রেয়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার কর্মস্থল ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত) চট্টগ্রামে। তাঁর বাবার নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও মাতার নাম ছিল সুরমা দেবী তাঁর মাতা ছিলেন প্রথম মহিলা ডক্টরেট। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক। তার শৈশব কাটে বাবার বাড়ি বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়ার গৈলা গ্রামে। মৈত্রেয়ী দেবী ১৯৩৬ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্গত যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে দর্শনের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

মৈত্রেয়ী দেবী ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করতেন। চার বছর বয়সেই তাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ 'কথা ও কাহিনীর' কবিতাগুলি মুখস্থ ছিল। ১৯২৩ সালে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৯২৬ সাল থেকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। এই সময় তাঁর সাথে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা কবিতাগুলি যত্ন সহকারে দেখেন। মৈত্রেয়ী দেবীর নিজের ভাষায় 'সেই সময় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আমার সেই অপটু শিশু মনের রচিত নিতান্ত কাঁচা লেখাগুলি নিয়ে আমাকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়। সেই আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা। আমার সেই কবিতা পড়ে তিনি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়েছিলেন, কি আমার অভিভাবকদের অতি উৎসাহ দেখে আশান্বিত হয়েছিলেন তা এখন বলতে পারব না, শুধু এইটুকু মনে আছে যে সেদিন আমার মন এক নতুন জগতে প্রবেশ করল। জোড়াসাঁকোর বাড়ির পাথরের ঘরে বসে একটি পর একটি সেই নিতান্ত কাঁচালেখা গুলি কবিকে শোনাতে লাগলুম। বয়স নিতান্ত কম ছিল বলেই সম্ভব হোল, আরেকটু অভিজ্ঞতা ও আত্ম সচেতনতা হলে সম্ভব হতো না-লজ্জায় এসে বাধা দিত'। মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে কয়েকটি কবিতা দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল কবি গুরুর উদ্দেশ্যে লেখা। সেখানে কবি গুরু কে 'কবিবর'বলে একটি সম্ভাষণ করে একটি শব্দ ছিল, তাতে ছন্দ বাধাগ্রস্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি দেখে বললেন-'দেখ ছন্দটা তো বাঁচাতে হবে তা বর না হয় নাই হলুম। তুমি শুধু কবি বল-তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করবক্ষ্ম। তারপর মৈত্রেয়ী দেবী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার জন্য শান্তিনিকেতনে যান সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৈত্রেয়ী দেবীকে ছন্দের মাত্রা ও কবিতা লেখার বিভিন্ন নিয়ম গুলি ভালো করে শিখিয়ে দেন। মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মালিনির ভূমিকায় অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন 'তুমি ওই ভূমিকার উপযুক্ত হবে মালিনির মত তোমার মনের একটা আকাশ আছে'। সেই সময়কার মৈত্রেয়ী দেবীর একটি কবিতা হল — ঘন বর্ষা চুমি জলে সিক্ত ভূমি/হৃত চন্দ তারা/সুখস্পর্শ সম বহে চোখে মম/নব অশ্রু ধারা/দিন রাত্রি কত কাটে স্বপ্ন মত/রোহিত আত্মভোলা/নভো বক্ষ পাশে একি দীপ্তি আসে/দেয় চিত্তে দোলা/ঘন রাত্রি টুটে কি যে মূর্তি ফুটে/ছিঁড়ি অন্ধকারে/

১৯২৯ সালে মৈত্রেয়ী দেবীর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় যার নাম হল 'উদিতা'। যেটার ভূমিকা রচনা করেন কবিগুরুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থটি সাহিত্য মহলে খুবই স্মরণীয় হয়। ১৯৩০ সালে যখন মৈত্রেয়ী দেবী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক কবিতা তিনি মুখস্ত আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর নিজের ভাষায় 'স্কুলে আমি মনোযোগী ছিলাম না, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই আমার স্মরণ ছিল।'

মৈত্রেয়ী দেবীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উদিতা' তে ভূমিকা লিখেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটা লিখেছিলেন তাহলে 'কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীর বয়স বেশি নয়। কিন্তু তার লেখা কবিতা প্রথম যখন আমার গোচরে আসে, তখন তার বয়স, ছন্দের পথে লেখনি চালনার পক্ষে অল্প ছিল। পরে মনে হল বয়সের চেয়ে লেখা অনেকটা এগিয়ে চলেছে। স্বাভাবিক শক্তির আভাস পাওয়া গেল। কবিতাগুলি বয়সের হিসাবে নিপুণ তবু সাহিত্যের নিত্য আদর্শের পক্ষে কিছু কাঁচা ছিল (তখন মৈত্রেয়ী দেবীর বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর) আমার মতে সেটা দোষের নয় কাঁচা থাকাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যতদিন বাড় বার বাড় থাকে ততদিন হাড় থাকে নরম। সেটা কঠিন হলে বাড় বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি লেখবার শক্তি থাকলেও অল্প বয়সের লেখার মধ্যে ভাবী বিকাশের যথেষ্ট অপেক্ষা থাকা আশ্বাসের বিষয়। আমাকে তার খাতা দেখতে দেওয়া হয়েছিল। আমি খুব বেশি মাস্টারী করিনি। মাঝে মাঝে ছন্দে মিলে শৈথিল্য ছিল, সেইগুলি নিয়ে বালিকাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলুম। তখনই লক্ষ্য করেছিলুম মৈত্রেয়ীর মনের মধ্যে প্রকাশ যোগ্য ভাবগুলি মুকুলিত হয়ে উঠবে। সেটা বিস্ময়ের বিষয়।' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হল 'চিত্ত ছায়া'। সেটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালের ১৯শে জুন মনমোহন সেন এর সাথে মৈত্রেয়ী দেবীর বিবাহের দু'বছর পর। তার স্বামী ডঃ মনমোহন সিং ছিলেন একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তিনি মংপুতে সিঙ্কোনা ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ছিলেন ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ভেষজ সিঙ্কোনা চাষ নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। মৈত্রেয়ী দেবী মংপুতে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আমন্ত্রণে মংপুতে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সাল মধ্যে চারবার মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের মংপুতে থাকার সময় একটা স্মৃতি, তাঁর সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলাপচারিতা নিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী একটি স্মৃতি কথা রচনা করেন যেটির নাম 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'। এই স্মৃতিকথাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের একটি বিশেষ অংশ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবিক দিক নিয়ে রচিত। রবীন্দ্র বিষয়ক তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থ গুলি হল টেগর বাই ফায়ারসাইড, স্বর্গের কাছাকাছি, কবি সার্বভৌম, বিশ্ব সভায় রবীন্দ্রনাথ। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ছিলেন তখন তিনি অতি সুন্দর ছোট্ট একটি কবিতা মৈত্রেয়ী দেবীকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটি হল--সূর্য যখন আলোর তিলক/দিলেন তোমার ভালে/অজানা উষার কালে/কিন্তু তোমারে ভিক্ষার মত/দেয় নাই তিনি ফুল/তোমার আপন হৃদয়তে ছিল/মাধুরী লতার মূল/অরুণ কিরণে ঝরিল করুণা/বিকশিল মঞ্জুরি/দেবতা আপনি বিস্মিত হল/আপন মন্ত্র স্মরি। মৈত্রেয়ী দেবীর অন্যতম একটি বিখ্যাত কবিতা হলো অন্তর--এত যে মধুর রসে ভরে গন্ধে গানে/তবু কি যে বয়ে যায় এর কোন খানে/নিজেরে আড়াল করি লুকাইয়া রাখি/কি যেন গোপন থাকে কিছু থাকে বাকি/এত যে মাধুর্য আছে এত গন্ধ গান/এত যে বিছান আছে মোহময় প্রাণ/এত যে রূপের খেলা হয়ে রূপময়/। তাঁর সর্বজন শ্রদ্ধেয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো 'জন্ম লীলা' — আজি এই বসন্তের প্রথম সকালে/আকাশ রঙিন হলো নীলে আর লালে/আনন্দ সিন্দুরে/সুন্দর করিয়া দিল শিশির বিন্দুরে/শুষ্ক পত্র ঝড়ে গেল আম্রবন তলে/বিকশিত কিশালয় সুগন্ধ উছলে/যে বীচিটি পড়েছিল প্রাঙ্গণের কোণে/সে আজিকে হায়/কখন উঠিল কাঁপি পুষ্পিত লতায়/।

মৈত্রেয়ী দেবীর সবথেকে জনপ্রিয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হলো 'ন হন্যতে'। পাঠক মহলে এই উপন্যাসটি লেখার জন্য খাতির চরম শিখরে তিনি আরোহন করেন। ন হন্যতে মানে যাকে বিনাশ করা যায় না। এটার ইংরেজি অনুবাদও বেরিয়েছিল 'It does not die A romance'। এই গ্রন্থটি লেখার জন্য তিনি ১৯৭৬ সালে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। এটি একটি কালজয়ী উপন্যাস। মির্চা এলিয়াদ নামক এক বিদেশির সাথে তাঁর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীটি এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু। দিল্লি থেকে ১৯৬৪ সালে নিখিল চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'main stream weekly' তে মৈত্রেয়ী দেবী তার বিখ্যাত একটি প্রবন্ধ 'writers run riot' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন, লেখাটি খুবই উচ্চশিত প্রশংসা অর্জন করে পাঠক মহলে। তাঁর অনেকগুলি লেখার প্রবন্ধের সম্ভার নিয়ে মনীষা প্রকাশনী একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশ করে যার নাম দেওয়া হয় '১৯৬৪ সাল'।

এছাড়া তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপে অনেক দেশ, আমেরিকা ভ্রমণ করেন ও রবীন্দ্রনাথের উপর এই সমস্ত স্থানে বহু ভাষণ প্রদান করেন। তার ভ্রমণমূলক গ্রন্থ গুলি হল — অচেনা চীন, মহা সোভিয়েত, চীনে ও জাপানে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রেয়ী দেবীকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পদকে ভূষিত করে। তিনি ১৯৭৭ সালে পদ্মশ্রী সম্মানেও সম্মানিত হন। ১৯৩২ সালে মৈত্রেয়ী দেবী অতুলপ্রসাদ সেনের কথায় ও সুরে 'মধু কালে এলো হোলি' গানটি এইচএমভি থেকে রেকর্ড করেন। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালীন তিনি 'কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ কমিউনাল হারমনি' নামক একটি সংস্থা স্থাপন করেন। এছাড়া ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের সমর্থনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি কলকাতার সন্নিকটে বাদু নামক স্থানে নয় বিঘা জমি জুড়ে পশু পাখি পালনের পাশাপাশি শরণার্থী শিবিরের আয়োজন করেন যেখানে অনাথ শিশুদের জন্য 'খেলাঘর' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেকগুলি গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি হল বিধি ও বিধাতা, এত রক্ত কেন, ঋকবেদের দেবতা ও মানুষ, হিরন্ময় পাখি, আদিত্য মারীচ। ১৯৯০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তিনি পরলোক গমন করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মৈত্রেয়ী দেবী বাংলাদেশের পক্ষে তার মত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ২০১২ সালে তাকে মরণোত্তর 'বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

হারিয়ে যাওয়া 'শব্দ'কে খুঁজে ফিরছে বাগুইআটি রেল পুকুর ইউনাইটেড

শুভাশিস বিশ্বাস

'শব্দ'-এই শব্দবন্ধের ব্যাপকতা সুদূর বিস্তৃত। আর ২০২৫-এ এই 'শব্দ'-ই দুর্গাপুজোর থিম ৭২ তম বর্ষে পা রাখা বাগুইআটি রেল পুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের। এই থিমে তুলে ধরা হচ্ছে, নানা শব্দের প্রাবল্যের মাঝে কী ভাবে আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে বেশ কিছু অতি পরিচিত শব্দ বা আওয়াজ। শুধু গ্রাম্য জীবন নয়, শহুরে জীবনেও সূর্যোদয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম বেশ কিছু শব্দের সঙ্গে। সেগুলো ছিল নানা পাখির আওয়াজ। যার উল্লেখ আমরা পাই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'পাখি সব করে রব' কবিতাতেও। যার শুরু, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'। খুব ছোটবেলায় পড়া এই কবিতার ছত্রে ছত্র ফুটে উঠেছে আমাদের প্রকৃতির কথা। সত্যিই তো, ওই কবিতায় যা লিখেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেখানে তো কোনও অত্যুক্তি ছিল না। সেটাই ছিল বাস্তব। পাখিদের ডাক জানান দিতো সূর্যোদয়ের, আর সন্ধ্যাবেলায় সূর্য যখন পশ্চিম অস্তাচলে সেই পাখিদের গলাতেই শোনা যেত কিচির-মিচির আওয়াজ-ঘরে ফেরার সময় হয়েছে যে। কিন্তু সে শব্দ আজ আমরা শুনতে পাই কোথায়। অর্থাত্, এই পাখিদের ডাক জানান দিতো, দিনের শুরু থেকে দিনের শেষ মুহূর্তকেও। শুধু কী তাই, গহন আঁধারেও পেঁচা বা অন্য বেশ নিশাচর কিছু পাখির শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে দিতো খান-খান করে। সে আওয়াজের কথা ভাবলে এখনও মেরুদণ্ডে কোথায় যেন একটা শিহরণ বয়ে যায় এখনও। এই মুহূর্তে সেই শব্দগুলো চলে গেছে ইতিহাসের পাতায়। কারণ, মানব সভ্যতার বিকাশে শহর থেকে গ্রামে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন বহুতল। আর বহুতল গড়তে গিয়ে একে একে নিধন করা হয়েছে গাছপালাকে। আর এই বৃক্ষ নিধনের ফলে আমরা সব থেকে বড় ক্ষতি করেছি পাখিদের। কারণ, তাদের থাকার জায়গা বলতে তো এই গাছগুলোই। সেখানেই তারা বাসা বাঁধে। আর বহু পাখির খাবারও নানা গাছের ফলও বটে। ফলে মানুষ নিজেদের চাহিদা মেটাতে যে সবুজ নিধন যজ্ঞ তারা চালিয়েছে, তার ফলে আমাদের এই প্রকৃতি থেকে হারিয়ে গেছে বহু পাখি, সঙ্গে আমরা হারিয়েছি তাঁদের সুমিষ্ট আওয়াজও। আর একটু বিস্তৃত ভাবে দেখলে এর পাশাপাশি প্রকৃতির মধ্যে যে ভারসাম্য থাকে সেখানেও হানা হয়েছে এক বড়সড় আঘাত। এর প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মে ঠিক কী ভাবে পড়বে তা আমাদের জানা নেই। তবে প্রকৃতিপ্রেমীরা একটা কথাই বলেন, এর প্রতিশোধ যখন প্রকৃতি নেবে তার চেহারা হবে বড় ভয়ঙ্কর। আর ঠিক এই বার্তাই 'শব্দ'-থিমের মধ্যে দিয়ে দিতে চায় বাগুইআটি রেল পুকুর ইউনাইটেড ক্লাব। একই সঙ্গে মনে করিয়ে দেবে কত শত পাখি আজ হারিয়ে গেছে এই বাংলার বুক থেকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৫-এর এই থিমের ভাবনায় রয়েছেন শিল্পী সোমনাথ তামলী। থিম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিল্পী সোমনাথ তামলী জানান, মণ্ডপের প্রবেশের থেকে শুরু করে প্রতিমার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত থাকছে নানা ধরনের, নানা আকারের সব ইনস্টলেশন। এই সব নজরকাড়া ইনস্টলেশনের দৈর্ঘ্য কোনটা হবে ২০ ফুটও। মূলত পাখি আর প্রকৃতিকেই তুলে ধরা হয়েছে এই সব ইনস্টলেশনে। প্রবেশ পথে রাখা হয়েছে এক রঙিন ইনস্টলেশন, যা মূলত সূচিত করবে আমাদের মনকে। মানব সভ্যতার উন্নতিতে প্রকৃতি তার সৌন্দর্য হারাচ্ছে এটা যেমন ঠিক, ঠিক তেমনই আমাদের মনের গহিনে প্রকৃতি সম্পর্কে যে ছবিটা আঁকা হয়ে আছে তা রঙিন। প্রকৃতির সেই রঙিন ছবিটা হারিয়ে যাচ্ছে দেখে তখনই আমরা সচেতন হয়েছি। এছাড়াও থাকছে একটি বিরাট আকারের শালিখ পাখি। এখানে শিল্পী এও বলেছেন, আমরা এক শালিখকে 'অপয়া' বলে গণ্য করি অনেকেই, কিন্তু ইচ্ছাকৃত-ই একটা শালিখ-ই রাখা থাকবে প্রবেশ পথে। এরা যে আমাদের মধ্যে থেকে ক্রমেই হারিয়ে যেতে বসেছে সেই বার্তাও এই ইনস্টলেশনের মধ্যে দিয়ে দিতে চান শিল্পী। মণ্ডপের ভিতরে থাকছে একটি গাছের ইনস্টলেশন। যার মধ্যে একইসঙ্গে দুটো ডানা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পাখির অস্তিত্বকে। সঙ্গে থাকবে কুঠার। অর্থাত্, বৃক্ষনিধনের সঙ্গে পাখিদের অস্তিত্ব যে আজ বড়ই বিপন্ন তা বুঝতে অসুবিধা হবে না আট থেকে আশি কারওরই। এর পাশাপাশি মানানসই আবহসঙ্গীত তো আছেই। পাশাপাশি একটি স্ক্রিনে দেখানো হবে মূকাভিনয়। আর এই মূকাভিনয়ে তুলে ধরা হবে পাখিদের অন্তরের কথা। থিমের সঙ্গে সাজুয্য রেখেই আর্ট ফর্ম আর সাবেকি ঘরানার মিশেলে গড়া হচ্ছে মাতৃমূর্তি। মাতৃরূপদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিল্পী দেবপ্রসাদ হাজরার ওপর। ভাস্কর কৌশিক বিশ্বাস। থিমের সঙ্গে মানানসই হবে আলোকসজ্জাও। আলোক সজ্জায় রয়েছেন দীপঙ্কর দে। শিল্পী সোমনাথ তামলীর চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্র করে মণ্ডপ নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন বাপি দাস। মূকাভিনয়ে রয়েছেন শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ সম্পাদনায় রয়েছেন সমীরণ জানা। পাশাপাশি অঙ্কন ও নকশায় রয়েছেন ফারুক শেখ এবং শব্দ ও সঙ্গীতে দেবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

'মা দুর্গাই সব করিয়ে নেন' বালিগঞ্জ কালচারাল পূজোর ৭৫ বছর পূর্তিতে আবেগঘন সাধারণ সম্পাদক সপ্তর্ষি বসু

একদিন ডেস্ক: এবার ৭৫ বছরে পা দিল কোকাকোলা বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন দুর্গোৎসব। দীর্ঘ পথচলার এই অনন্য মাইলস্টোনকে ঘিরে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন পূজোর কর্মকর্তা তথা সিএবির সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক সপ্তর্ষি বসু। তিনি জানালেন, '১৯৭৫ সালে আমার মা-বাবার বিয়ে হয়। সেই বছরই প্রথম এই পুজো ফার্স্ট প্রাইজ জেতে। ছোটবেলা থেকেই বাবার হাত ধরে এই প্যান্ডেলে আসছি। মাত্র এক বছর বয়স থেকেই পূজোর আবহের সঙ্গে আমার পরিচয়। দশ বছর বয়স থেকে সক্রিয়ভাবে এই প্যান্ডেলের সঙ্গে যুক্ত আছি। তাই আমার কাছে এই পূজো মানে পরিবারের মতো। মা দুর্গার কাছে সবসময় একটাই প্রার্থনা করি; প্রতি বছর যেন ভালোভাবে পূজোটা করতে পারি।' দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি তিনি একাধিক ভূমিকায় কাজ করেন। সিএবির কর্মকর্তা, চিকিৎসক এবং পূজো সংগঠক; এই তিন অভিজ্ঞতাকে কিভাবে সামলান? উত্তরে তিনি বলেন, 'ডাক্তারের মতোই আমাকে পূজোতেও খুঁটিনাটি দেখে রাখতে হয়। রোগীর খেয়াল যেমন রাখি, তেমনই পূজোর তিন-চার মাস আগে থেকেই অন্য এক মুডে ঢুকে পড়ি। মনে হয় মা দুর্গা নিজেই সব করিয়ে নেন।' প্যান্ডেলের ৭৫ বছরের যাত্রা নিয়ে তিনি মনে করেন, এটি কেবল একটি পূজো নয়, বালিগঞ্জ এবং গোটা কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনেরই অঙ্গ। 'এই পূজো মানুষকে একত্রিত করেছে। শিল্প, সঙ্গীত, সামাজিক উদ্যোগ; সব কিছুর মেলবন্ধন ঘটেছে এখানে। স্থানীয় মানুষকে যেমন যুক্ত করেছে, তেমনি শহরের নানা প্রান্তের মানুষও এই প্যান্ডেলের টানে আসেন। ৭৫ বছর ধরে এই পূজো কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করেছে।' এই বছরের আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি কিছুটা রহস্য রেখেই বলেন, 'আমাদের থিম হলো কাস্টম। আমরা ঐতিহ্যকে আঁকড়ে পূজো করি। তবে সবকিছু আগে থেকে বলে দিলে দর্শকদের মজা নষ্ট হয়ে যায়। তাই চাই সবাই এসে নিজের চোখে দেখুক আর আনন্দ পাক।' ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রসঙ্গে এসে তিনি স্পষ্ট করেন, শুধু আয়োজন নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। 'আগামী ২৫ বছরে এই পূজোকে আরও বড় মাপে নিয়ে যেতে হলে সমাজের জন্য কাজ করতে হবে। ব্র্যান্ডিং বাড়াতে হবে। আমি তখন চিকিৎসক থাকব কি না জানি না, প্যান্ডেলের সঙ্গেও থাকব কি না জানি না। কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারি, যে-ই করুক, পূজোকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে আরও আধুনিক করতে হবে।' ৭৫ বছরের এই যাত্রা তাই কেবল প্যান্ডেল আর আলো-আড়ম্বরের গল্প নয়, বরং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের হাতে ধরা পড়া ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন। সপ্তর্ষি বসুর মতো মানুষের স্মৃতি, পরিশ্রম আর স্বপ্নই কোকাকোলা বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পূজোকে আগামী দিনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।